UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

BENGALI **CODE:19**

Unit - 2

Sub Unit - 1 চর্যাপদ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাগীতির আবিষ্কার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নেপালের রাজদরবারে গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদাবলীর পুঁথি আবিষ্কার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশিষ্ট কীর্তি। শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নয়, নবীন ভারগতীয় আর্য ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে এই পদগুলি অমূল্য চর্যাগীতিকোষ পুঁথিখানি আর তিনটি অপভ্রংশ দোহার পুঁথি (সরহপাদের দোহা ও অদ্বয়ব্রজের সংস্কৃতে রচিত 'সহজাম্নায় পঞ্জিকা' নামে টিকা, এবং কৃষ্ণাচার্যের দোহা ও আচার্যপাদের সংস্কৃতে 'মেখলা' নামক টীকা) হরপ্রসাদ সাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয় (১৩১৬)। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সিদ্ধাচার্যরা চর্যাগীতি গুলি রচনা করেছিলেন। প্রথম পুঁথি চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ের ভাষাই। বাংলা, বাকীগুলি অপভ্রংশ ও অবহট্টে রচিত। অনেকে চর্যাগীতিগুলির ভাষাকে বাংলা ছাড়া অপর একটি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা বলে মনে করেন। কিন্তু চর্যাগীতির ভাষা যে প্রধানত এবং মূলত বাংলা তা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সুনিশ্চিত ভাবে প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর "Origin and Development of the Bengali Languag" গ্রন্থে।

বৈষ্ণবতত্ত্ব না জেনেও বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য থেকে যেমন মর্ত্য মানবমানবীর চিরন্তন প্রেমের মধুর রস উপলব্ধি করা যায়, তেমনি বৌদ্ধ সহজিয়া তত্ত্ব না জেনেও সমকালীন মানবজীবন, সমাজচিত্র, ইতিহাস, ভাষা ভৌগলিক পরিচয় প্রভৃতি সম্পর্কে উপলব্ধি করা যায়। চর্যাগান গুলি বাংলা সাহিত্যের আদিমস্তরের সাহিত্য নিদর্শন বলে বিবেচিত হওয়াতে প্রাচীন বাঙালির জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে অনেক রহস্যের সমাধান রয়েছে।

Text with Technology

তথ্য

১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক নিদর্শন চর্যাগীতিগুলি আবিষ্কৃত হয় বাংলার বাইরে রক্ষিত নেপালের রাজকীয় গ্রন্থভান্ডারে।

২. রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৫৮ সালে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় 'বঙ্গভাষার উৎপত্তি' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন সেখানে বাংলাকে হিন্দীর পূর্বী শাখা থেকে উৎপন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। ঐ প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে বিদ্যাপতির রচনাবলীর কথা বলেছেন।

৩. রাজেন্দ্রলাল মিত্র নেপালে গিয়ে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন বৌদ্ধপুঁথির সন্ধান করে ১৮৮২ সালে Sanskrit Buddhist Literature in Nepal নামে একটি পুঁথির তালিকা প্রকাশ করেন।

৪. খ্রীস্টিয় নবম - দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে পূর্বভারতের সাধারন মানুষের বাস্তব জীবন, সমাজচিত্র ও অন্তজীবনের পরিচয় এই পুঁথিগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে।

৫. পুঁথির প্রথমে নাম ছিল 'চর্য্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়'।

৬. তিব্বতী অনুবাদ - পুঁথির সূত্রে পুঁথির যে নাম জানা যায় সেই 'চর্য্যাগীতিকোষ বৃত্তি' নামটিই পুঁথির প্রকৃত নাম হিসাবে নিঃসংশয়ে গ্রহন করা যায়।

৭. চর্যাসংগ্রহটিতে সবসমেত একান্নটি গান ছিল। তার মধ্যে একটি টীকাকার ব্যাখা করেননি বলে তা অসংখ্যাত এবং পুঁথিতে অনুদ্ধৃত। পুঁথির মধ্যেকার কয়েকটি পাতা নষ্ট হওয়ায় তিনটি সম্পূর্ন পদ এবং একটি পদের শেষাংশ অপ্রাপ্ত। পুঁথিতে সর্বসমেত সাড়ে ছেচল্লিশটি গান পাওয়া গেছে। টীকায় আরো চারটি পদের টুকরো পাওয়া গেছে।

৮. মূল গানে ও টীকায় পদকর্তার নাম যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে তাতে মোট ২৩ জন কবির নাম পাওয়া যায়।

৯. সাধারনভাবে লুইপাদকেই আদিসিদ্ধাচার্য বলে মনে হয়। কিন্তু আচার্য রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন লুইপাদের পরিবর্তে সরহপাদকেই আদিসিদ্ধাচার্য বলবার পক্ষপাতী।

১০. চর্যার ভাষার প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই দুটি করে অর্থ বর্তমান, একটি অর্থ বাহ্য বা লৌকিক, অপরটি গূঢ় এবং পারিষিক, যা একমাত্র দীক্ষিত সাধকদেরই অবগত।

১১. মুনিদত্তের টীকা অনুসরন করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'সন্ধ্যাভাষায় লেখা'।

নিম্নে কোন পদকার কোন চর্যাগীতি রচনা করেছেন এবং কোন রাগে তার একটি তালিকা দেওয়া হল ঃ-

পদের প্রথম লাইন	পদকার	রাগ	পদসংখ্যা
কাআ তরুবর পন্ড বিড়াল	লুইপাদ	পটমঞ্জরী	১
দুলি দুহি পিটা ধরন ন জাই।	কুক্কুরী পাদ	গবড়া	২
এক সে শুন্ডিনী দুই ঘরে সান্ধঅ।	বিরুআ পাদ	গবড়া	৩
তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।	গুন্ডরীপাদ	অরু	৪
ভবনই গহন গম্ভীর বেঁগে বাহী।	গুঞ্জরী পাদ	গুর্জরী	৫
কাহেরে ঘিনি মেলি আচ্ছহু কীস।	ভুসুকু পাদ	পটমঞ্জরী	৬
আলিএ কালিএ বাট রুন্ধেলা।	কাহ্নুপাদ	পটমঞ্জরী	৭
সোনে ভরিলী করুনা নাবী।	কামলিপাদ	দেবক্রী	৮
এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড্ডিউ।	কাহ্নপাদ	পটমঞ্জরী	৯
নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।	কাহ্নপাদ	দেশাখ	১০
নাড়ি শক্তি দিঢ় ধরিঅ খট্টে।	কাহ্নপাদ	পটমঞ্জরী	১১
করুনা পিহাড়ি খেলই নয়বল।	কাহ্নপাদ	ভৈরবী	১২
তিশরন নাবী কিঅ অটকমারী।	কাহ্নপাদ	কামোদ	১৩
গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাই।	ডোম্বীপাদ	ধনসী	১৪
অসম্বেঅন সরুঅবিআবেতে অলক্খলক্খন ন জাই।	শান্তিপাদ	রামক্রী	১৫
তিনিঐ পাটে লাগেলি রে অনহ কসন ঘন গাজই।	মহীধরপাদ	ভৈরবী	১৬
সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।	বীনাপাদ	পটমঞ্জরী	১৭
তিনি ভুঅন মই বাহিঅ হেঁলে।	কৃষ্ণবজ্র পাদ	গউড়া	১৮
ভব নির্ব্বানে পড়হমাদলা।	কৃষ্ণপাদানাম	ভৈরবী	১৯
হাঁউ নিরাসী খমন সাঈ।	কুক্কুরী পাদ	পটমঞ্জরী	২০
নিসি অন্ধারী মুসার চারা।	ভুসুকুপাদ	বরাড়ী	২১
অপনে রচি রচি ভব নির্বানা।	সরহপাদ	গুঞ্জরী	২২
জই তুম্হে ভুসুকু অহেরি জাইবে মারিহসি পঞ্চজনা। ২৪ ও ২৫ খন্ডিত	ভুসুকু পাদ	বড়াড়ী	২৩
তুলা ধুনি ধুনি আঁসু রে আঁসু।	শান্তিপাদ	শীবরী	২৬
অধরাতি ভর কমল বিকসউ।	ভুসুকু পাদ	কামোদ	২৭
উঁঞ্চা উঁঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।	শবরপাদ	বলড্ডি	২৮
ভাব ন হোই অভাব ন জাই।	লুইপাদ	পটমঞ্জরী	২৯
করুণ মেহ নিরন্তর ফরিআ	ভুসুকুপাদ	মল্লারী	৩০

জাহি মন ইন্দিঅবন হো নঠা।	আর্যদেবপাদ	পটমঞ্জরী	৩১
নাদ ন বিন্দু ন রবি ন সসিমন্ডল।	সরহপাদ	দ্বেশাখ	৩২
টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।	টটন্টনপাদ	পটমঞ্জরী	৩৩
মুন করুনার অভিনচারে কাঅবাক্‌চিঅ।	দারিকপাদ	বরাড়ী	৩৪
এতকাল হাঁউ অচ্ছিলেঁঘু মোহেঁ।	ভাদেপাদ	মল্লারী	৩৫
মুন বাহ ৩৯ তা পহারী।	কৃষ্ণাচার্য	পটমঞ্জরী	৩৬
অপনে নাহিঁ মা কাহেরি সঙ্কা।	তাড়কপাদ	কামোদ	৩৭
কাঅ নাব্‌ড়হি খান্টি মন কেড়ুআল।	সরহপাদ	ভৈরবী	৩৮
সুইনা ২৯ বিদারম রে। নিঅমন তোহোরে দোসেঁ।	সরহপাদ	মালশী	৩৯
জো মনগো এর আলাজালা।	কাহ্নপাদ	মালসী	৪০
আই এ অনুঅনা এ জগরে ভাংতি এ সো পড়ি হাই।	ভুসুকুপাদ	গুঞ্জরী	৪১
চিঅ সহজে শূন সংপুন্না।	কাহ্নপাদ	কামোদ	৪২
সহজ মহাতরু করিঅ এ তৈলো এ।	ভুসুকুপাদ	বঙ্গাল	৪৩
সুনে সুন মিলিত্তা জবেঁ।	কঙ্কনপাদ	মল্লারী	৪৪
মন তরু পাক্ষ ইন্দি তসু সাহা।	কাহ্নপাদ	মাল্লারী	৪৫
পেখু সু অনে অদশ জইসা।	জয়নন্দীপাদ	শবরী	৪৬
কমলকুলিশ মাঝেঁ ভইঅ মিঅলী।	ধামপাদ	গুড্ডরী	৪৭
বাজনাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।	ভুসুকুপাদ	মাল্লারী	৪৯
গঅনত গঅনত তইলা বাড়্‌হী হেঞ্চে কুরাহী	শবরপাদ	রামক্রী	৫০

Teachinns Text with Technology

Sub Unit - 2 শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গভীর সমুদ্রের নাবিক পন্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯০৯) বনবিষ্ণুপুরের কাছে কাঁকিল্যা গ্রামনিবাসী প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র - বংশধর দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘরের মাচা থেকে পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। পুঁথিটি প্রাচীন বাংলার তুলোট কাগজ লেখা।

১৩২২ বঙ্গাব্দে পরিষৎ পত্রিকায় বসন্তরঞ্জন ও লিপিতত্ত্ব বিশারদ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় দুজনে মিলে পুঁথিটির লিপি বিচার করে এটিকে অতিশয় পুরাতন বাংলা আখ্যানকাব্য বলে নির্ধারিত করলেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রীঃ) বসন্তরঞ্জন মহাশয়ের সুযোগ্য সম্পাদনায় এই বৃহৎ পুঁথিটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য' নামে প্রকাশিত হল।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা বড়ু চন্ডীদাসকে ঘিরে অজস্র বিতর্ক ও সমালোচনা রয়েছে। কিন্তু তা থেকে এই সিদ্ধান্তে

উপনীত হওয়া যেতে পারে -

(১) বড়ু চন্ডীদাস শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী কবি।

(২) চৈতন্যদেবের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আস্বাদ করা একেবারেই অসম্ভব ছিল না।

(৩) পদাবলীর চন্ডীদাসও বড়ু চন্ডীদাস একই ব্যক্তি নন। তবে সমকালীন হতে পারেন।

বিষয়বস্তু ঃ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিটির বিষয়বস্তু মোট তেরোটি খন্ডে বিভক্ত। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'র অনুকরনে রচিত গীতিনাট্যধর্মী এই কাব্যের বিষয় হলো কৃষ্ণ এবং রাধার পারস্পরিক সম্পর্কের আকর্ষন - বিকষর্নের ইতিহাস। জন্মখন্ড থেকে রাধাবিরহ পর্যন্ত মোট তেরোটি খন্ডের বিষয় বিন্যাস নিম্নরূপ ঃ-

১. জন্মখন্ডে পৃথিবীর ভার হরনের নিমিত্ত রাধাকৃষ্ণের জন্ম প্রসঙ্গ। পদসংখ্যা - ৯

২. তাম্বলখন্ডে রাধার অসামান্য রূপলাবন্যের কথা শুনে কৃষ্ণকর্তৃক কামাচার আমন্ত্রন সূচক তাম্বুলাদি প্রেরন। পদ সংখ্যা - ২৬

৩. দানখন্ডে রাধালাভের জন্য কৃষ্ণের দানীরূপ গ্রহন ও রাধাকৃষ্ণের মিলন। পদসংখ্যা - ১১২

৪. নৌকাখন্ডে কৃষ্ণের কান্ডারী বেশ ধারন ও রাধাকৃষ্ণের যমুনা বিহার। পদসংখ্যা ২৯

৫. ভারখন্ডে ভারবাহী রূপে কৃষ্ণকর্তৃক রাধার পসরা বহন। পদসংখ্যা - ২৮

৬. ছত্রখন্ডে কৃষ্ণকর্তৃক রাধার মস্তকে ছত্রধারন। পদসংখ্যা - ৯

৭. বৃন্দাবন খন্ডে গোপীগনসহ কৃষ্ণের বনবিলাস ও শ্রীরাধার সম্ভোগ (রাসলীলা)। পদসংখ্যা - ৩০

৮. কালীয়দমন খন্ডে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমনের জন্য কালিন্দী জলে অবতরনের পর কৃষ্ণের জন্য রাধিকার রোদন ও আক্ষেপ। পদসংখ্যা - ১০

৯. যমুনাখন্ডে শ্রীকৃষ্ণের গোপীগনসহ জল বিহার ও বস্ত্র হরন। পদসংখ্যা - ২২

১০. হারখন্ডে কৃষ্ণকর্তৃক রাধার হার অপহরন, যশোদার কাছে রাধার অভিযোগ। পদসংখ্যা - ৫

১১. বানখন্ডে সম্মোহন বানে কৃষ্ণের রাধিকাকে মোহিত করা। পদসংখ্যা - ২৭

১২. বংশীখন্ডে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে রাধার উৎকন্ঠা রাধার বংশীহরন, কৃষ্ণের কাকুতি, রাধার বংশী প্রত্যাপর্ণ। পদসংখ্যা - ৪১

১৩. বিরহ এবং কৃষ্ণের মথুরা গমন। পদসংক্যা - ৬৮

teachinns Text with Technology

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনীর সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া হল ঃ-

জন্ম খন্ড ঃ- ৮টি পূর্ন ও প্রথমাংশের একটি পদের ছিন্ন অংশ নিয়ে মোট ৯ টি পদ আছে জন্মখন্ডে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও বড়াইর জন্ম পরিচিত জ্ঞাপক অধ্যায় এই জন্মখন্ড। কৃষ্ণের জন্মের মূল কারন কংসবধ। সমকালে সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমের দূতী হিসেবে কূটনী চরিত্রের (বড়াই) যে সাধারন বৈশিষ্ট্য ছিল বড়ুচন্ডীদাসের কাব্যে তারই প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠায় কূটনী চরিত্রের এ জাতীয় বর্ননা নিঃসন্দেহে মহায়ক।

তাম্বল খন্ড ঃ- পদ সংখ্যা ২৬ (এর মধ্যে) ২টি খন্ড পদ আছে। ১০ এবং ১১ সংখ্যাক। মূল কাহিনী এই খন্ড থেকেই। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কথার গীতিনাট্যের এই খন্ডে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় আছে দুটি চরিত্র কৃষ্ণ ও বড়াই। রাধিকার উপস্থিতি শেষ অংশে। বড়ায়ির তত্ত্বধানে রাধা গোপনারীদের সঙ্গে বনপথ দিয়ে মথুরা নগরীতে দুধ দুই বিক্রি করতে যায়। বড়ায়ি নাতনীকে (অর্থাৎ রাধাকে) খুঁজে না পেয়ে কৃষ্ণের কাছে তার রূপের বর্ননা দেয় তা শুনে কৃষ্ণ রাধার প্রেমে পরে যান। কৃষ্ণের দেওয়া পান ফুল রাধাকে দিয়ে কৃষ্ণের প্রেম নিবেদনের কথা জানাল। রাধিকা তা প্রত্যাখান করে। এরপর কামাহত কৃষ্ণ ও অপমানাহতা বড়াইর মিলিত ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে এই অসহায় বালিকা যুবতী রাধা। এর পর শুরু হয়েছে দানখন্ডের ঘটনা।

দানখন্ড ঃ- দানখন্ডের পদ সংখ্যা ১১২। এর মধ্যে খন্ড পদের সংখ্যা - ৬। চরম নাটকীয়তায় পূর্ণ এই খন্ডই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দীর্ঘতম অধ্যায়। মথুরার পথে বড়াই নিয়ে এলো ঘৃত দধির পসরা বাহিকা গোয়ালিনী রাধিকাকে। মূল বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় একটিই - রাধিকাকে কৃষ্ণ বারবার সম্ভোগের জন্য আত্মসমর্পন করতে অনুরোধ করছে, রাধিকা প্রত্যাখ্যান করছে সেই প্রস্তাব। সবশেষে কৃষ্ণ বলাৎকারে রাধিকাকে সম্ভোগ করেছে।

নৌকা খন্ড ঃ- দান খন্ডের পর নৌকা খন্ড। নৌকা খন্ডের পদসংখ্যা - ২৯। দানী সাজলে আর সুবিধা হবে না বুঝে কৃষ্ণ বড়ায়ির সঙ্গে পরামর্শ করে নৌকা তৈরী করে যমুনা নদীতে খেয়ারি হয়ে থাকল। রাধিকারও নদীপার হতে বড় ভয়। রাধিকাও ক্রমশ কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করেছে। কৃষ্ণের প্রতি তীব্র বিরাগ থেকে কিভাবে সুতীব্র অনুরাগের পর্যায়ে এগিয়ে এসেছে নায়িকা নৌকা খন্ডে তার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত।

ভার খন্ড ঃ- ভার খন্ডের পদসংখ্যা - ২৮। এছাড়া (৬) টি খন্ডপদও আছে। রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হচ্ছে না। তাই ব্যাকুল কৃষ্ণ বড়াইর সাহায্য চেয়েছে। বনপথে রাধিকাকে নিয়ে মথুরা যাবার পরামর্শ করেছে বড়াই। আর সেই পথে বড়াই রাধিকাকে বলে কৃষ্ণকে দিয়ে দধিভার বহনের ব্যবস্থা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছত্রখন্ডের শেষাংশ ছিন্ন। (পুঁথির ১০৪ থেকে ১১১ সংখ্যাক পাতার অভাব রয়েছে। ছত্রখন্ডেও রাধিকা ভারখন্ডের মতই কৃষ্ণকে ছাতা ধরিয়েছে নিজের কাছে রাখার জন্য। ভারখন্ডের থেকেও বেশী কাছে পেয়েছে সে ছত্রধারী কৃষ্ণকে এই খন্ডে।

বৃন্দাবন খন্ড ঃ- বৃন্দাবন খন্ডের পদসংখ্যা ৩০। বৃন্দাবন খন্ডে কৃষ্ণের অনুরোধে বড়াই কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য রাধাকে নিয়ে এলেন। রাধাও বৃন্দাবনে যাবার জন্য ব্যাকুল। নান্দের ঘরের গরু রাখোয়াল কৃষ্ণের জীবনে রাধার সান্নিধ্য, কেমন করে বদলে দিচ্ছে তার খবর দিয়েছেন কবি।

কালীয় দমন খন্ড ঃ- স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত নয় পুঁথিতে। এই খন্ডের নাম - অথ যমুনান্তর্গত কালিয়াদমন খন্ডঃ। এই খন্ডে পদ সংখ্যা ১০। এই খন্ডেই সকলের সামনে কৃষ্ণের জন্য উৎকণ্ঠিত উদ্বিগ্ন রাধিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ।

যমুনা খন্ডে ঃ- পদসংখ্যা ২২। এই খন্ডের বিষয় রাধা সহ গোপীগনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জল বিহার এবং কৃষ্ণকর্তৃক গোপীগনের বস্ত্রহরন।

বান খন্ড ঃ- পদসংখ্যা - ২৭। বড়াইর পরামর্শে বিমনা রাধাকে কৃষ্ণব্যাকুলা করে তোলার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ রাধাকে ফুলশার হানে। রাধা মূর্ছিতা হয়ে যান। বড়াই অবশেষে রাধার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এবং কৃষ্ণকে অনুনয় করে রাধার জ্ঞান ফিরিয়ে দেবার জন্য। কৃষ্ণ সংজ্ঞাহীন রাধাকে আবার সজ্ঞানে এনে দিয়ে আবার আত্মগোপন করে। সংজ্ঞা পেয়ে রাধা কৃষ্ণ-ব্যাকুলা হলে আবার বড়াই এর চেষ্টায় মিলন - বিপরীত মিলন ও অবশেষে রাধিকাকে নিয়ে বড়াইয়ের গৃহ প্রত্যাবর্তন।

বংশীখন্ড ঃ- এই খন্ডের পদসংখ্যা ৪১। রাধা তার সখীদের সঙ্গে যমুনার ঘাটে স্নান করতে যায়। কৃষ্ণ করতাল মৃদঙ্গ ইত্যাদি বাজিয়ে রাধার মন ভোলানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কোনভাবে রাধার মন ভোলানো যায় না তখন কৃষ্ণ একটি মোহন সুন্দর বাঁশি গড়ে। সেই বংশীধ্বনি শুনে রাধার কৃষ্ণের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বংশী খন্ডেই সেই 'রোদনভরা বসন্ত' রাধার জীবনে প্রথমবারের মত এলো। একদায়ে রাধা উপেক্ষা করেছে কৃষ্ণকে এখন তা অর্ন্তহিত।

রাধাবিরহ ঃ- এই অংশে প্রাপ্ত পদসংখ্যা ৬৯। এই অংশে একজন নতুন জীবন প্রাপ্ত, পূজারিনী রাধাকে দেখি আমরা। রাধার ব্যাকুলতা - প্রেমের জন্য প্রেমের, প্রানের জন্য প্রানের আর্তনাদে পরিনত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে রাধিকার প্রতি দায়িত্বশীল প্রেমিকে রূপান্তরিত হয়েছে। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার দেখা হলেও কৃষ্ণ পুনরায় মথুরাতে ফিরে গেছে। কৃষ্ণ আর রাধাকে দেখতে চায়। তিনি কংসাসুরকে বিনাশ করতে চান। এখানের পর আর 'রাধাবিরহ' অংশের পুঁথির পাতা পাওয়া যায়নি।

গুরুত্বপূর্ন লাইন

১. "পৃথুভারব্যথাং পৃথবী কথয়ামাস নির্জ্জরান।
ততঃ সরভসন্দেবাঃ কংসধ্বংসে মনো দধুঃ ।।"
পদ - ১ (জন্ম খন্ড)

২. "আয়িনা দেবের সুমতি শুনী। কংসের আগক নারদ মুনী ।।

পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ। বামন শরীর মাকড় বেশ ।।”
পদ - ৩ (জন্ম খন্ড)

৩. “তীন ভুবন জন মোহিনী রতি রসকামদোহনী ।।
শিরীষ কুসুম কোঁঅলী। অদভুত কনক পুতলী ।।”
পদ - ৮ (জন্ম খন্ড)

৪. “নারদের মুখে শুনী কংস মাহাবীর এঁকে এঁকে মাইল ছয় গর্ভ দৈবকীর ।।”

৫. “সব সখিজন মেলি রঙ্গে। একচিত্তে বড়ায়ির সঙ্গে। ল রাধা ।।”
(তাম্বুল খন্ড)

৬. “ঘরে মামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর আছে সুলক্ষন দেহা
নান্দের ঘরের গরু রাখোআল তা মমে কি মোর নেহা ।”
(তাম্বুল খন্ড)

৭. “ধিক জাউ নারীর জীবন দহে পসূ তার পতী।
পর পুরুষের নেহাত্রঁ যাহার বিষ্ণুপুরে স্থিতী ।”
(তাম্বুল খন্ড)

৮. “নাতিনী হারাইলোঁ নামে চন্দ্রাবলী
কোঁঅলী পাতলী বালী সুন বনমালী।”
(তাম্বুল খন্ড)

৯. “যমুনার ঘাটে নিকটে রহিআঁ পথে বিরোধে কাহ্নাঞিঁ।
এ সব গোপ বধূজন লাআঁ কথা না যাসি বড়ায়ি ।।”
(দান খন্ড)

১০. “ঘৃত দধি সব খাইল কাহ্নাঞি নাম্বাআ মোর পসরা।
কাঞ্চলী ভাঁগিআ তন বিগুতিল ছিঁড়ি সাতেসরী হারা ।।”
(দানখন্ড)

১১. “সকল বত্রসে মোর এগার বরিষে।
বারহ বরিসের দান চাহ মোরে কিসে ।।”
(দান খন্ড)

১২. “বড়ার বহুআরী আক্ষে বড়ার ঝী
মোর রূপ যৌবনে তোম্ভাতে কী ।।”
(দানখন্ড)

১৩. “পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ।
যঁথা সে কাহ্নাঞিঁর মুখ দেখিতেঁ না পাওঁ ।।
হেন মনে করে বিষ, খাআঁ মরি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ।।”
(দানখন্ড)

১৪. “রাধা সঙ্গে জা এ বাটে বাটে ।

রতী-আঁশেঁ না ছাড় এ পাশে ।”
(ভারখন্ড)

১৫. “অনঙ্গসঙ্গরে রাধা ভঙ্গং প্রাপ্য কুরঙ্গদৃং ।
আলসাঙ্গলতা রঙ্গাত জরতীসহিতা যথৌ ।।”
(বংশীখন্ড)

১৬. “কে না বাঁশী বাত্র বড়ায়ি কালিনী নিকূলে ।
কে না বাঁশী বাত্র বড়ায়ি এ গোট-গোকুলে ।।
আকুল শরীর মোর বে আকুল মন ।
বাঁশীর শবঙ্গেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ।।”
(বংশীখন্ড)

১৭. “পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাঁও।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ।”
(বংশীখন্ড)

১৮. “বড়ার বৌহারী আক্ষে বড়ার ঝী
কাহ্ন বিনি মোর রূপ যৌবনে কী ।।
এ রূপ যৌবন লআঁ কথাঁ মোত্রঁ জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাও ।”
(বংশীখন্ড)

১৯. “ষোল শত যুবতীকে কর যোঢ় হাথ ।
তবেঁ বাঁশী পায়িবে শুন জগন্নাথ ।”
(বংশীখন্ড)

২০. “যমুনার তীরে কদমের তলে কেনা বাঁশী বোলা এ ।”
(বংশীখন্ড)

২১. “যমুনার তীরে কদম তরুতলে তহি বসি কাহ্ন-বাত্র বাঁশে।
তকে আনি আঁ বড়ায়ি রাখহ পরান গাইল বড়ু চন্ডীদাষে ।”
(বংশীখন্ড)

২২. “সব দোষ মরসিল তোর চন্দ্রাবলী।
আর তোর অহিত না করে বনমালী ।”
(বংশীখন্ড)

২৩. “বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী ।।”
(বংশীখন্ড)

২৪. “দূত চিরকাল ভৈল তভোঁ বনমালী নাইল
তাক মো পায়িবোঁ কত কালে।
বড়ায়ি (১৯০/১) গো ।।”
(রাধাবিরহ)

teachinns Text with Technology

২৫. "নান্দের নন্দন কাহ্নাঞিঁ তোক্ষে বনমালী
ত্রিভুবনে গোসাঞি তোক্ষে অধিকারী ।"
(রাধাবিরহ)

২৬. "আর বচনকে বোলোঁ সুনল বড়ায়ি
ধরিঞা তোর করে ।।
তাক রখিহ যতনে আপন আন্তরে
জাইব আক্ষে মথুরা নগরে ।।"
(রাধাবিরহ)

২৭. "আহো নিশি যোগ ধে আই।
মন পবন গগনে রহাই ।।"
(রাধাবিরহ)

২৮. "কাল কাহ্নাঞি গাত্র ধরে পীতবাসে ।
ষোল শত গোপীজন যাত্র তার পাশে ।"
(রাধাবিরহ)

তথ্য

* 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে সর্বমোট - ৪১৮ টি পদ আছে।

* বড়ু চন্ডীদাসের ভনিতা ব্যবহৃত হয়েছে - ১০৭ বার।

* 'অনন্ত' চন্ডীদাস ভনিতা ব্যবহৃত হয়েছে - ৭ বার।

* যতগুলি পদে ভনিতা পাওয়া যায় না - ৮ টি।

* যতগুলি সংস্কৃত শ্লোক আছে - ১৬১ টি।

* যতগুলি সংস্কৃত শ্লোক একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে - ২৮ টি।

* রাগরাগিনীর উল্লেখ আছে - ৩২ টি।

* যতগুলি পদে ধ্রুবপদ আছে - ৩৪৪ টি।

Sub Unit - 3

বৈষ্ণব পদাবলী
বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস

বাংলা সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্যরূপ লাভ করে বৈষ্ণবযুগে। মধ্যযুগের চারশো বছরের বিপুল আকারের পুঁথি - আশ্রয়ী সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র বৈষ্ণব সাহিত্যই দেশ-কালের সীমা ছাড়িয়ে নিখিল মানবচিত্তের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে। পঞ্চদশ ষোড়শ ও সপ্তদশ এই তিন শতাব্দীব্যাপী বৈষ্ণব কবির নিরবচ্ছেদ সাধনায় বৈষ্ণব সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও পরিনতি। আধুনিক কালেও এর প্রভাব গুরুতর এবং স্বাভাবিক কারনেই ভাবী কালেও এ প্রভাব থেকে বাঙালার কবি মুক্ত থাকতে পারবেন না।

বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর স্পষ্টত দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী ধারা অপরটি চৈতন্যযুগের ধারা। চৈতন্যদেবের প্রভাবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলী যথার্থ প্রান লাভ করেছিল। চৈতন্যোত্তর পদাবলী প্রধানত অনুপ্রানিত হয়েছে গৌরচন্দ্রের রাধাভাবে রাগানুগা ভক্তির দ্বারা। অর্থাৎ প্রিয়তমকেই কান্তভাবে উপাসনা বা ভজনই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলসূত্র। পূর্বচৈতন্য যুগের বৈষ্ণব দর্শনের যে সরল তত্ত্ব ছিল তা হল প্রেমগীতিহার। যে তত্ত্বে রাধা ও জীবাত্মা এক। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ককে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার সম্পর্ক হিসেবে এক করে দেখা হয়েছে। অপরদিকে চৈতন্য যুগের পদাবলীতে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সারভূতা আনন্দাংশের সার শ্রীরাধিকার মৌলিক দূরত্ব স্বীকৃতি বলে কবিদের সাধনা সখি সাধনায় পর্যবসিত।

বৈষ্ণবমতে রস ঃ- মানুষ এমন কতকগুলি মনোবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহন করে, যাদের ধ্বংস নেই। শিক্ষাদীক্ষা, অভিজ্ঞতা, পরিবেশ-প্রভাব এগুলির প্রকাশ কে কতটা নিয়ন্ত্রন করতে পারে ; বিনষ্ট করতে পারে না। এই কারনেই এই বৃত্তি বা ভাবগুলিকে স্থায়ী বা চিররন্তন বলা হয়েছে। অলংকারশাস্ত্র মতে এদের সংখ্যা আট - রতি, হাস, শোক, ক্রোধ উৎসাহ, ভয়, জগুস্পা ও বিস্ময়। রসের সংখ্যা আট এবং ইহাদের যথাক্রমিক নাম - শৃঙ্গার, হাস্য, করুন, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত। বৈষ্ণবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং তাদের রতি লৌকিক নয়, 'কৃষ্ণরতি'। এই রতির রসরূপ পাঁচটি হলেও স্বরূপে রস একটিমাত্র - 'ভক্তিরস'। মূলত 'ভক্তিরস' কে স্বীকার করে নিয়েই যে পঞ্চবিধ উপায়ে কৃষ্ণের আরাধনা সম্ভবপর তাকে অবলম্বন করে বৈষ্ণব রসতত্ত্বে 'পঞ্চরসে'র কল্পনা করা হয়েছে। (১) শান্তরস (২) দাস্যরস (৩) সখ্যরস (৪) বাৎসল্যরস (৫) মধুররস।

রূপগোস্বামী শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রসকে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। (১) বিপ্রলম্ভ (২) সম্ভোগ।
বিপ্রলম্ভ আবার চার প্রকার -

বিপ্রলম্ভ

পূর্বররাগ মান প্রেমবৈচিত্র্য প্রবাস

বৈষ্ণব কবিগণ 'উজ্জ্বলনীলমনি'র আদর্শে রাধাকৃষ্ণের লীলারস পর্যায় অনুসারে সাজিয়েছেন। পূর্বরাগ, রূপানুরস, আক্ষেপানুরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, খন্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, রাসলীলা, মাথুরলীলা ভাবসম্মেলন প্রভৃতি নানা লীলা ও পালার পর্যায় অনুসারে পূর্বাপর একটি সংগতিযুক্ত আকার দেবার চেষ্টা করেছেন।

বিদ্যাপতি

শ্রীচৈতন্যের জন্মের ১০৬ বৎসর পূর্বে আনুমানিক ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে জন্মগ্রহন করেন বিদ্যাপতি। দ্বারভাঙা জেলার অন্তর্গত বিসফী গ্রামের ব্রাহ্মন বংশে কবির জন্ম। দীর্ঘজীবী (১৩৮০ - ১৪০৬) এই কবি বংশানুক্রমে মিথিলার রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পান্ডিত্য ও কবি প্রতিভার আশ্চর্য সমন্বয়ে বিদ্যাপতি তাঁর সমকালে ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও লোকমান্য। মিথিলার একাধিক রাজ ও রানীর পৃষ্ঠপোষকতা তিনি পেয়েছিলেন। ইতিহাস, ভূগোল, জীবনীগ্রন্থ, ন্যায় ; স্মৃতি নীতি ও পত্ররচনা রীতিকে বিষয় করে লেখনী চালনা করেছেন এই কবি। ভাষা ব্যবহারে ও তিনি স্বতঃস্ফূর্ত - সংস্কৃত মৈথিলী এবং অবহট্টে তিনি দক্ষতার সঙ্গে গ্রন্থরচনা করেছেন। চৈতন্য দেবেরও আগে থেকে বাংলা দেশে বিদ্যাপতির নাম সুপরিচিত। 'মৈথিল কোকিল', 'অভিনব জয়দেব' - এই কবিকে আমরা মহাজন পদকর্তারূপে জানি। কেননা তিনি রাধাকৃষ্ণের পদাবলী লিখেছেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব চন্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির পদাবলীও আস্বাদ করতেন গভীর তন্ময়তায়। চৈতন্য জীবনীতে সাক্ষ্য আছেঃ-

'কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ
স্বরূপ রমানন্দ মনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।'
(চৈতন্যচরিতামৃত)

অবাঙালী এই কবিকে বাঙালী তার প্রানের ও মনের ভক্তি ও ভালোবাসা জানিয়ে এসেছে দীর্ঘকালধরে। যেহেতু তিনি বাঙালীর প্রানের যুগল দেবতার প্রেমকথা লিখেছেন। যেহেতু তিনি পরবর্তী বাঙালী বৈষ্ণব কবিদের উত্তমর্ন কবি ভালোবাসার অধিকারে মৈথিল কবির পোষাক সরিয়ে আমরা (বাঙালীরা) তাঁকে পরিয়ে দিয়েছি বাঙলার ধূতি ও উত্তরীয়। জয়দেব যেমন একত্রে বাংলা না লিখে ও বাংলা সাহিত্যে আলোচিত হবার অধিকার রাখেন, তেমনি বিদ্যাপতিও।

বিদ্যাপতি সহস্রাধিক পদাবলীরচনা করেছেন। এর মধ্যে রাধা কৃষ্ণের উল্লেখ আছে এমন পদের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। পূর্বচৈতন্যযুগের বৈষ্ণব দর্শনের যে সরল তত্ত্ব ছিল বিদ্যাপতি সেই সূত্র অবলম্বন করে রচনা করেছিলেন তাঁর প্রেমগীতিহার। যেখানে জীবাত্মা ও শ্রীরাধা এক একাকার। তাই রাধিকার ভাঙ্গর দিনের বিরহ সঙ্গীতে মিশে যায় কবির ও আর্ত বেদনা।

'বিদ্যাপতি কহে কেসে গভায়বি -
হরিবিনে দিন রাতিয়া।'

পদাবলী সাহিত্যে বিদ্যাপতি প্রথম কবি, যিনি রাধা কৃষ্ণের পদাবলীকে প্রথম বিষয় বা পর্যায় অনুযায়ী বিভক্ত করে পদরচনায় ব্রতী হয়েছেন। বিদ্যাপতি যে বিপুল সংখ্যাক পদে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা রূপায়িত করেছেন তার মধ্যে রাধার বয়ঃসন্ধি, অভিসার, প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ, বিরহ ও ভাব সম্মিলনের পদগুলি বিশেষ উৎকর্ষপূর্ন। কৃষ্ণের পূর্বরাগ রচনায় বিদ্যাপতি সফল। বিদ্যাপতির পদাবলীতে অভিসার একটি গুরুত্বপূর্ন পর্যায়। দুর্বারগতি, নিষিদ্ধ উল্লাস ও উত্তেজনা, গোপন যাত্রার কথা বিদ্যাপতির অভিসারে বারে বারে এসেছে - বিদ্যাপতি লেখেন ঃ-

'নব অনুরাগিনী রাধা / কিছু নাহি মানয়ে বাধা
একলি ক-এল পয়ান / পন্থ বিপথ নাহি মান।'

অভিসার পর্যায়ের পর মিলনের সুতীব্র আবেগ ও বেচ্ছেদহীন ভোগবতী পরি হয়ে আমরা পৌছে যাই বিদ্যাপতির মান পর্যায়ে। চৈতন্য উত্তর কবিদের তুলনায় বিদ্যাপতির কাব্যে মান উৎকৃষ্ট নয়। মানের পর একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায় বিরহ তথা মাথুর। মাথুর পর্যায়ে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত। সমালোকে বলেন ঃ- "সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীতে বিদ্যাপতির তুল্য

মাথুর বিরহের কবি নাই। পদগুলির ভাবের গভীরতা, উত্তালতা এবং মাথুর সুরের উদাত্ততা, যে কোন প্রশংসার দাবী করতে পারে।"

বিদ্যাপতির রাধার আর্ত বিরহগান কানে এসে পৌছায় ভাবসম্মিলন পর্যায়ে। তাই পুরাতন মিলনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এক শুদ্ধতম অনুভব ডুবে যায় সে। এরপর আছে কবির প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন মূলক পদাবলী।

চন্ডীদাস

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত হবার আগে পর্যন্ত বাঙালীর কাছে চন্ডীদাস ছিলেন এক এবং অদ্বিতীয়। সে চন্ডীদাস পদাবলীর মহাজন কবি। তাঁকে চৈতন্যদেবও শুনেছেন। অনন্ত বড়ুচন্ডীদাস ভনিতাযুক্ত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে একটি কাহিনীকাব্যমূলক নাট্যগীতি আবিষ্কৃত হওয়া থেকে পন্ডিত মহলে সমস্যার শুরু। সমগ্র পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক এর কাছে দেখা দিলেন বড়ু চন্ডীদাস, অনন্ত বড়ু চন্ডিদাস, আদি চন্ডিদাস, দীন চন্ডীদাস। এক নয় অনেক চন্ডীদাস।

চন্ডীদাসকে ঘিরে সমাধানহীন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্যার সমাধান করা প্রায় অসম্ভব। আমরা কেবল এটুকু জেনে অগ্রসর হতে চাই -

(১) বড়ুচন্ডীদাস যিনি তিনি পদাবলীর চন্ডীদাসের পূর্ববর্তী, এমন কি চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী একজন স্বতন্ত্র কবি। তাঁর রচনা চৈতন্যদেব আস্বাদ করতে পারেন। নাও পারেন। তবে আস্বাদ করবার সম্ভাবনা বেশী ।

(২) পদাবলীর এক উজ্জ্বল কবি চন্ডিদাস আছেন যাঁর আবির্ভাব পূর্ব চৈতন্য যুগে হবারই সম্ভাবনা।

আমাদের এখানে আলোচ্য পদাবলীর সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাঙালী কবি চন্ডীদাস। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে তিনি সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। যাঁর প্রামান্য জীবনী ও দুষ্প্রাপ্য। হয়তো এই কবির কথা স্মরনে রেখেই শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন বলেছিলেন -

'আমার কাছে চন্ডীদাস এক বি দ্বিতীয় নাই।'

বিষ্ণু দে লিখেছিলেন -

"জাদুঘরে পরিষদে তকচলে ছাতনা বা নান্নুরে। কোথায় চন্ডীর পাঠ বা কোন্ চন্ডীদাস! বিশ্ববিদ্যাবৈদ্য হয় থীসিসের কেতাবে - খেতাবে। আষাঢ়ের সন্ধ্যা মেশে বৈশাখের আকাল দুপুরে। পদাবলী কেঁদে মরে, রাধা ভোলে আপন কাহ্নুরে, প্রেম ভয়ে দেশ ছাড়ে, ভুলে যায় প্রেমের তিয়াষ।"

(নান্নুরে / স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত)

'বাঙালীর কবিভাষায় জনক' এই চন্ডীদাস বাংলাভাষার উৎকৃষ্ট কিছু রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। চন্ডীদাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তুলনা মনে পড়ে ঃ-

'বিদ্যাপতি সুখের কবি, চন্ডীদাস দুঃখের কবি, বিদ্যাপতি বিরহে, কাতর হয়ে পড়েন, চন্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়েছেন।'

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার 'চন্ডীদাসের পদাবলী' গ্রন্থে দ্বিজ চন্ডীদাসের নামে ২২১ টি পদ সংকলন করেছেন। আমাদের আলোচনায় কেবল উল্লেখযোগ্য পদের আলোকে চন্ডীদাসের কবি প্রতিভার পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। সমালোচক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেন -

'চন্ডীদাসের পদাবলীর প্রধান পাঁচ পর্যায় শ্রীরাধার পূর্বরাগ, রসোদ্গার, আক্ষেপানুরাগ, বিরহ ও আত্মনিবেদন।'

অনুমান করা হয় পদাবলীর প্রতিভাবান কবি চন্ডীদাস পূর্ব চৈতন্য যুগের কবি। তাঁর পদে তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অনুসৃতি নেই।

আলংকারিক রীতি মেনে চন্ডীদাস পূর্বরাগের পদগুলি রচনা করেন নি। পূর্বরাগের নায়িকা রাধিকা যৌবনে যোগিনী পারা এক সরল প্রানা গ্রাম্য নারীর মনস্তত্বের ছবি দিয়ে চন্ডীদাসের রাধার পূর্বরাগের সূচনা।

'রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে

না শুনে কাহার কথা।’

চন্ডীদাসের কয়েকটি কৃষ্ণের পূর্বরাগ বিষয়ক প্রদত্ত পাওয়া যায়। রসোদগার, অভিসার, বাসকসজ্জিকা, বিপ্রলব্ধা, আমনিনী ও খন্ডিতা এবং কলহান্তরিতা বিষয়ক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদ আছে চন্ডীদাসের। এছাড়া আছে আক্ষেপানুরাগ ও আত্মনিবেদনের পদ। আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ে চন্ডীদাস তুলনারহিত। এই পর্যায়ের পদে চন্ডীদাসের রাধার যে দ্বিধান্বিত হৃদয় ফুটে ওঠে তার মূলে কবির ব্যক্তিগত মানস যন্ত্রনার ছাপ আছে। হয়তো মিশে আছে সমাজ নিন্দিত অসম প্রেমের নায়িকা রামীর অর্ন্তযাতনাও। আত্মনিবেদন পর্যায়ে চন্ডীদাসের কৃতিত্ব সর্বাধিক। সামাজিক চন্ডীদাস ও আধ্যাত্মিক চন্ডীদাসের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এই পর্যায়ে। বস্তুত চন্ডীদাসের কাব্যে গ্রাম বাংলা তার প্রকৃতি ও মানুষ উদভাসিত। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে বাস্তব জীবনের মুখোমুখি আর কোনো কবি দাঁড়াননি।

জ্ঞানদাস

ষোড়শ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন চন্ডীদাসের ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস। সম্ভবতঃ ১৫৩০ খ্রীঃ কিংবা তার কাছাকাছি কোন সময়ে জ্ঞানদাস বর্ধমান জেলার কাঁছরা গ্রামের এক ব্রাহ্মন পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তিনি দুই শতের অধিক পদ রচনা করেছেন। তিনি ‘গৌরচন্দ্রিকা’ থেকে পদ রচনা শুরু করেছেন। পূর্বরাগ পর্যায়ে জ্ঞানদাসের রচনায় রোমান্টিকতার লক্ষন সুপরিস্ফুট। তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে যাবতীয় অনুরাগের কবিতায়। তবে অভিসার ও মাথুর পর্যায়ের পদগুলি উৎকর্ষতা লাভ করেনি। তবে রূপানুরাগের মতো ‘আক্ষেপানুরাগে’র পদেও জ্ঞানদাস যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

গোবিন্দদাস

ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দশকে মাতুলালয়ে গোবিন্দদাসের জন্ম। পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন। মাতা সুনন্দা। বৈষ্ণব এবং চৈতন্য ভক্ত। মাতামহ দামোদর সেন ছিলেন কাটোয়ার নিকটবর্তী শ্রীখন্ড নিবাসী। বিখ্যাত পন্ডিত। পৈতৃক নিবাস ছিল কুমারনগর গ্রাম। তাঁর জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা কবিরাজ রামচন্দ্রও একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন। গোবিন্দদাস পরবর্তী কালে তেলিয়া বুধুরী গ্রামে বসবাস করতেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যে পর্বটিকে ‘সুবর্ণযুগ’ বলে অভিহিত করা হয়, সেই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ। বাঙালী কবিদের মধ্যে ইনি ব্রজবুলি ভাষার শ্রেষ্ঠ রূপকার। প্রধান কবিদের মধ্যে ‘গৌরচন্দ্রিকা’র পদ রচনায় গোবিন্দদাসই সর্বাধিক অগ্রণী ছিলেন। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে তত্ত্ব এবং তথ্য মিশ্রিত করে কবি গৌরাঙ্গের পরিপূর্ন ভাবরূপ নির্মান করেছেন। পূর্বরাগ ও রূপানুরাগের পদরচনাতেও কবি কৃতিত্বের অধিকারী। অভিসার পর্যায়ে গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠ। কবি সমগ্র পদাবলী সাহিত্যে গোবিন্দদাস বাসকসজ্জা খন্ডিতা এবং মান বিষয়ক পদত্ত লিখেছেন। মানের ক্ষেত্রে তিনি সকারন মানেরই রূপকার। মানের পরে কলহান্তরিতা পর্যায়ে গোবিন্দদাস অবশ্যই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অন্তরসংঘাতে বিধ্বস্ত রাধার আত্মগ্লানি, দীনতা, মিনতি গোবিন্দদাস উৎকৃষ্টবারে প্রকাশ করেছেন। কবি গোবিন্দদাস বিশেষভাবে ব্যর্থ তাঁর বিরহ পর্যায়ের পদে। তাঁর কারন তাঁর অলংকারপ্রিয়তা ও বিশেষ ধর্ম দর্শনে আস্থা। তাছাড়া তাঁর বিশ্বাস ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে। যার মূলকথা যুগল দেবতা রাধা ও কৃষ্ণ মানস বৃন্দাবন অনন্ত লীলায় রত। এ মিলন লীলায় বিচ্ছেদ নেই। বিরহ নেই। গোবিন্দদাসের তাই রাধাকৃষ্ণের বিরহে বিশ্বাস ছিল না।

বলরামদাস

বৈষ্ণব সাহিত্যে বলরাম দাস একটি বিশিষ্ট নাম। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও গোষ্ঠলীলার পদ রচনায় তিনি যে ‘বাৎসল্য’ ও ‘সখ্য’ রসের পরিচয় দিয়েছেন, তার অতুলনীয় আস্বাদ বাঙালীকে দীর্ঘদিন তৃপ্তিদান করে আসছে।

বর্ধমান জেলার দোগাছিয়া গ্রামে বলরাম দাসের নিবাস ছিল। তাঁর পূর্ব-পুরুষ শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। বলরাম দাস ছিলেন নিত্যানন্দের একজন অনুরক্ত ভক্ত। নিত্যানন্দের অনুমতি নিয়ে বলরাম দাস তাঁর নিবাস কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী দোগাছিয়া গ্রামে গোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পদকল্পতরুতে বলরাম ভনিতায় বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় রীতির ১৩৬ টি পদ আছে। গোষ্টলীলার পদ ছাড়া বলরাম দাস রচনা করেন কিছু রসোদ্গারের পদ। প্রেম পদাবলী রচনায় ও বলরাম দাস তাঁর বাৎসল্য রস প্রবনতাকে বজায় রেখেছেন। তিনি প্রেমিক পুরুষের মধ্যেও সম্ভবত দুই রূপ আবিষ্কার করেছেন। পতি ও পিতা। কবির কবি কল্পনা গভীর নয়। আবেগ উচ্ছ্বসিত নন কবি কোথাও ভাষা ছন্দ ও অলংকারের সুমিত বিন্যাস কৌশলের নিপুনতা নেই তাঁর পদগুলিতে। তবুও তাঁর রচনার যে সরল প্রানের ভক্তি ব্যাকুলতা আছে, যে সহজ সৌন্দর্য আছে তা অস্বীকারের উপায় নেই।

বৈষ্ণব কবিদের উল্লেখযোগ্য পদ ঃ-

১. “কি কহব রে সখি ইহু দুখ ওর।

বাঁশি-নিশাস-গরলে তনুভব।।”
(বিদ্যাপতি)

২. “সই ডাকিয়া শুধাইতে নাই, প্রানানছানবাসি।
কেবা নাহি করে প্রেম, মোরা হৈলাম দোষী।”
(চন্ডীদাস)

৩. “বন্ধু সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি কর্যাছি পরিতি
কাহারে করিব রোষ ।।”
(চন্ডীদাস)

৪. “নব অনুরাগিনি রাধা।
কিছু নাহি মানএ বাধা ।।
একলি ক এল পয়ান।
পথ বিপথ নাহি মান ।।”
(বিদ্যাপতি)

৫. “চির চন্দন উরে হার না দেলা ।
সে অব নদি গিরি আঁতর ভেলা ।।
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গনলা ।
সো পিয়া বিনে মোহে কে কি না কহলা ।।
বড় দুখ রহল মরমে।”
(বিদ্যাপতি)

৬. “নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হাম পাশ।।
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সজনক কদিন দিবস দুই চারি।।”
(বিদ্যাপতি)

৭. “কিশোর বয়স কত বৈদ গধি ঠাম।
মূরতি মরকত অভিনব কাম।।
প্রতি অঙ্গ কোন বিধি গিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে।।”
(বলরামদাস)

৮. “রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া - গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চার অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।।”
(জ্ঞানদাস)

৯. “রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুনে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরান পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।”

teachinns Text with Technology

(জ্ঞানদাস / পূর্বরাগ)

১০. "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।
জল বিনু মীনযেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে।।"
(চন্ডীদাস)

১১. "হাথক দরপন মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।।
.....
.....
পাখীক পাখ মীনক পানি
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি।"
(পূর্বরাগ / বিদ্যাপতি)

১২. "জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
মোই মধুর বোল শ্রবনহি শুনলুঁ
শুতিপথে পরশ না গেল।"
(কবিবল্লভ)
(বিদ্যাপতি)
(পূর্বরাগ ও অনুরাগ)

১৩. "এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মর।।
ঝম্পি ঘন গর জন্তি সন্ততি।
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।"
(বিদ্যাপতি মাথুর)

১৪. "অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া-লেহে।।"
(বিদ্যাপতি মাথুর)

১৫. "বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইতে পরান গেলে।।
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষান হলে।।"
(চন্ডীদাস - ভাবোল্লাস ও মিলন)

১৬. "শীতের ওঢ়নী পিয়া গীরিষির বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।"
(বিদ্যাপতি - ভাবোল্লাস ও মিলন)

teachinns Text with Technology

তথ্য

১. রাধা - কৃষ্ণের প্রণয় কথা, লীলা ও চৈতন্যদেবের কথা অবলম্বনে লেখা মধ্যযুগের কবিদের লেখা পদের সংকলনই হল বৈষ্ণব পদাবলী।

২. 'উজ্জ্বলনীলমনি' গ্রন্থে বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

৩. 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থটি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' গ্রন্থে ও বিদ্যাপতির প্রভাব রয়েছে।

৫. কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে বিদ্যাপতির উল্লেখ আছে।

* বিভিন্ন রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত বিদ্যাপতির গ্রন্থগুলির একটি তালিকা দেওয়া হল ঃ-

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থ	রাজার নাম
১	কীর্তিলতা	কীর্তিসিংহ
২	ভূ পরিক্রমা	দেবীসিংহ
৩	কীর্তিপতাকা পুরুষ পরীক্ষা	শিবসিংহ
৪	শৈব - সর্বস্বহার	পদ্মসিংহ
	গঙ্গা বাক্যাবলী	বিশ্বামদেবী
৫	দানবাক্যাবলী	নরসিংহ ও
	বিভাগসার	ধীরমতি
৬	লিখনাবলী	পুরাদিত্য
৭	দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী	ভৈরবসিংহ

* বৈষ্ণব সাহিত্যের মরমিয়া কবি চন্ডীদাস।
* চন্ডীদাসের ভাবশিষ্য হলেন জ্ঞানদাস।
* নিবেদন পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি চন্ডীদাস।
* জ্ঞানদাস মুখ্যত রোমান্টিক কবি।
* জ্ঞানদাস ছিলেন চন্ডীদাসের ভাবশিষ্য।
* জ্ঞানদাসের ভনিতায় প্রায় ৪০০ পদ পাওয়া যায়।
* পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ এবং নিবেদন পর্যায়ের পদ রচনায় জ্ঞানদাস শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ছেন।
* গোবিন্দদাস চৈতন্য - পরবর্তী যুগের কবি।
* গোবিন্দদাস শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে প্রথম জীবনে কবি শাক্ত ছিলেন।
* গৌরাঙ্গ এবং অভিসার বিষয়ক পদ।
* রচনায় কবি শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন।

মন্তব্য

১. "রামী ও বেগম সকলেই কবির এই শোচনীয় পরিনাম দেখিয়াছিলেন। চন্ডিদাস মৃত্যুকালে সমস্ত শারীরিক যন্ত্রনা সহ্য করিয়াও রামীর দিকে দুইটি নিশ্চল চক্ষুর দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন ..... এই অপূর্ব শোকগীতিকা হিতে ইহাও জানা যায় চন্ডীদাসও বেগমের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন ....."

(চন্ডীদাস সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন)।

২. "মাধুর্য রসের প্লাবন পদাবলী সাহিত্যের সখ্য ও বাৎসল্য রস প্রায় ভাসিয়া গিয়াছে। যে কয়েকজন কবি সেই ভাবনার হাত হইতে বাৎসল্য রসকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বলরামদাস শ্রেষ্ঠ।"

(ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার)

৩. "বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুটা। আপনাকে ও পরে ভালো করিয়া জানে না, দূরে সাহস্য, সতৃষন লীলাময়ী, নিকটে কল্পিত, শঙ্কিত, বিহবল, এই নবীন চঞ্চল প্রেম হিল্লোলের উপর সৌন্দর্য যে কতছন্দ, কত ভঙ্গীতে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে বিদ্যাপতির গানে তারই প্রকাশ পাইয়াছে।"

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

teachinns Text with Technology

Sub Unit-4

বিজয়গুপ্ত-মনসামঙ্গল

[নর খন্ড]

বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' এর নরখন্ডের কাহিনীতে বর্নিত হয়েছে মনসার পূজা প্রাপ্তির জন্য লড়াই তথা সংগ্রামের কাহিনী। দেবী মনসা দেবলোক থেকে মর্ত্যলোকে আপন পূজা প্রচারের মানসে মর্ত্যে অবতীর্ন হলেন। রাখাল বাড়ির পূজা দিয়েই তার সূচনা। মনসার পূজা প্রচারের আকাঙ্খা এতই তীব্র ছিল, দেবত্ব বির্সজন দিয়ে প্রবল নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে তথা যেন তেন প্রকারেন পূজা আদায় করতে তিনি পিছপা হননি। শৈব চাঁদের পূজা আদায় করতে তিনি চার চৌদ্দ ডিঙা কালিদহে ডুবিয়ে দিয়েছেন, মহাজ্ঞান হরন করেছেন, উপবন নষ্ট করেছেন, বিষপানে ছয়পুত্রকে হত্যা করেছেন, কিন্তু চাঁদ তবু মনসার কাছে বশ্যতা স্বীকার করেননি। পুত্রবধূ বেহুলা মৃত স্বামী লখীন্দর, ছয় ভাসুর, ধন-জন সমস্ত ফিরিয়ে আনেন শ্বশুরকে দিয়ে মনসা পূজা করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে। একদিকে সমস্ত কিছু ফিরে পাবার প্রলোভনে, অপরদিকে মনসা পূজা না করার সংকল্পের টানাপোড়নে যখন দ্বিধানিত-

যেই, হাতে পুজি আমি শঙ্কর ভবানী।
সেই হাতে কেমনে পূজিব রে কানী।
ধনে জনে কার্য্য নাই যাউক আরবার।
পদ্মা না পূজিব আমি কহিলাম সার।

অবশেষে চাঁদ সদাগরের হৃষ্ট চিত্তে দেবী মনসার পূজা করা। অপরদিকে তুষ্ট হয়ে মনসা বরপ্রদান করতে চাইলে চাঁদের প্রার্থনা-

সাত পুত্র সাত বধূ আমরা দুইজন।
এই ষোলজনের হুক বৈকুন্টে গমন'।

অত:পর মর্ত্যলীলা সাঙ্গ করে স্বর্গে গমন। এই কাহিনীর নায়ক নায়িকা বেহুলা লখীন্দর স্বর্গের অভিশপ্ত নর্তক নর্তকী মর্ত্যলীলা শেষ করে শিবালয়ে ফিরে গেলেন।

তথ্য

১। বিজয় গুপ্ত অধুনা বাংলাদেশের বাখরগঞ্জ জেলার ফুলশ্রী গ্রামে পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহন করেন।
২। তাঁর পিতার নাম যনাতন, মাতার নাম রুক্মিনী।
৩। বিজয়গুপ্তের কাব্যের নাম 'পদ্মপুরান' বা 'মনসামঙ্গল'।
৪। হুসেন সাহার রাজত্বকালে বিজয়গুপ্ত ১৪৯৪-৯৫ খ্রী: 'পদ্মাপুরান' রচনা করেছিলেন।
৫। ১৮৯৬ খ্রী: রবিশাল থেকে রামচরন শিরোরত্ন বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল-এর মুদ্রিত সংস্করনটি প্রকাশ করেন। এটি সবচেয়ে পুরানো মুদ্রিত সংস্করন।
৬। মনসামঙ্গলটির কালজ্ঞাপক খে শ্লোক পাওয়া যায় তা হল- 'ঋতু শূন্য বেদশশী পরিমিত শক, সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক'। এর থেকে অনুমান করা যায় গ্রন্থটি ১৪০৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৮৪ খ্রী: রচিত। মতান্তরে ১৪১৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৪-৯৫ খ্রী: রচিত।
৭। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যের নরখন্ডে ৬টি উল্লেখযোগ্য পালা আছে। সেগুলি হল- ধন্বন্তরী বধ পালা, ডিঙ্গা বুড়ান পালা, লক্ষীন্দরের বাসর পালা, ভাসান পালা, জীয়ন পালা, দেশে গমন পালা।
৮। পদ্মার অভিশাপে চান্দ চম্পক নগরে বিজয় সাধুর পুত্র রূপে জন্মগ্রহন করে।
৯। চান্দের গুয়াবাড়ি ধ্বংস করতে মনসা 'নরসিংহ কাটারি' হাতে নিয়েছিল।
১০। ধন্বন্তরি ওঝার নামশঙ্কর রায়/শঙ্কর গাড়রী।
১১। ধন্বন্তরি ওঝা তার স্ত্রীকে 'পতিব্রতা সতীর উপাখ্যান' শুনিয়েছিলেন।
১২। মনসা পূজায় পুস্পাঞ্জলি দেওয়া হয় রক্তজবা দিয়ে।
১৩। শিবের অভিশাপে স্বর্গের নর্তক-নর্তকী অনিরুদ্ধ-উষা মর্ত্যে লক্ষিন্দর ও বেহুলা রূপে জন্মগ্রহন করে।
১৪। উষা- অনিরুদ্ধের প্রানের অধিকার নিয়ে যমরাজের সঙ্গে মনসার যুদ্ধ হয়।

উদ্ধৃতি

১। "রত্নময় সিংহাসনে বসিলা বিষহরি
বাম পাশে নেতা রজক কুমারী।"
(মনসার জন্ম পালা)

২। "রাম ভাব রাম চিন্তা রাম কর যার
মনসার চরণ বিনা গতি নাহি তারে।"
(মনসার জন্ম পালা)

৩। "ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক
সুলতান হোসেন শা নৃপতি তিলক।"
(মনসার জন্ম পালা)

৪। "জরৎকারু মুনি বন্দম মুনি পুরন্দর
ভক্তি পুরঃসর বন্দম দেহ মহেশ্বর অস্তিক
নামে মুনি বন্দম পদ্মার তনয়
ব্যাস বশিষ্ট যনন্দ হৃদয়।"
(গৌরী কোন্দর পালা)

৫। "তুমি লঘু তুমি গুরু তুমি জলস্থল
যৎ অমৎ আলয় তুমি জগৎ নির্মল।"

৬। "স্থাবর জঙ্গম তুমি তুমি চারি বেদ
ব্রহ্মা শঙ্কর হরি তোমাতে নাহি ভেদ।"
(অমৃত মহান পালা)

৭। "মাতা যে পরম গুরু দেব শাস্ত্রে কয়।
মা সম সংসারে নাহি শুন মহাশয়।"
(বনবাস পালা)

৮। "জনম দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল,
সেই ডাল ধরি আমি ভাহে সেই ডাল।"
(বনবাস পালা)

৯। "আপন দোষেতে বিবাহ হইল দ্বিগুন
মশার দোষেতে দিলা মশারিতে আগুন।"
(ঝালবুড়ির পূজা পালা)

১০। "আপনার অন্ন খায় লোকের চর্চাকরে।
লোকের চর্চায় সতী গেলা পাতাল পুরে।"
(যাত্রা পানৈ পালা)

১১। "মধুকর উড়ে গেল।
সুধা কমল পড়ে রইল।"
(লখিন্দর দংশন পালা)

teachinns Text with Technology

১২। "অঞ্চলে মানিক্য ছিল
সুখের ঘরে আগুন ছিল।"
(লখিন্দর দংশন পালা)

১৩। "সৃজনে সৃজন তুমি পালনে পালন,
প্রলয়ে সংহার তুমি দেব নারায়ন।"
(ভাসান পালা)

১৪। "দক্ষিন হস্তে পূজি আমি ত্রিদশ কোটি দেবা
বাম হস্তে পুস্প দিব মার্গে দিব সেবা।"
(স্বর্গারোহন পালা)

১৫। "যে হস্তে পূজি মুই ত্রিদশ দেবতা।
সেই হস্তে মুই কানিরে করিব পূজা।"
(স্বর্গারোহন পালা)

teachinns
Text with Technology

Sub Unit - 5

চন্ডীমঙ্গল (বনিকখন্ড)
কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী

চন্ডীমঙ্গলের দেবী চন্ডী বা চন্ডিকার পূজা ব্রত নিয়ম, কাহিনী প্রভৃতি অত্যন্ত জটিল কারন কেউ মনে করেন দেবী চন্ডী পৌরানিক ও ব্রাহ্মন্য সংস্কৃতি থেকে উদ্ভুত ; আবার কারো কারো মতে তন্ত্রের মৌলিক তত্ত্বের সংঙ্গে কিংবা বৌদ্ধদেবীকে চন্ডীতত্ত্বের মূল তত্ত্ব মনে করেন। যাহা হোক ১৯০৫ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে পার্জিটারের সম্পাদনায় চন্ডীর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তবে একথা ঠিক মঙ্গলচন্ডী মূলত নারীসমাজের দেবতা প্রথমে তিনি ব্যাধসমাজে পূজিত হয়েছিল পরে বনিকসমাজে পূজিত হয়েছেন। সমস্ত চন্ডীমঙ্গলের দুইটি কাহিনী 'খন্ড'আখেটিক (অক্ষটি) খন্ড ও বনিক খন্ড। প্রথমটিতে কালকেতু ও ফুল্লরার উপাখ্যান বর্নিত দ্বিতীয়টিতে ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের গল্প বর্নিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয়টি বনিক খন্ড যা কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী রচিত।

কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রববর্তীর ‘চন্ডীমন্ডল’ কাব্য প্রাচীন পাঁচালী রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আধুনিকপূর্ব বাঙ্গালা সাহিত্যে সবথেকে মুল্যবান রচনা। সুপরিচিত আত্মকথায় কবি বলেছেন মায়ের বেশে চন্ডী তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে পাঞ্চালী রচনা করতে আদেশ দেন। দামিন্য নামক তালুকে কবি পুরুষানুক্রমে ভূমি ভোগ করতেন। কবিরা চক্রাদিত্য শিবের উপাসক হলেও কবির পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র বৈষ্ণব মতে বিশ্বাসী ছিলেন। শাসক মামুদ সরিফের সময়ে প্রজাদের দূর্গতির সীমা ছিল না। খাজনার চাপে প্রজারা দেশছাড়ার যুক্তি করেন। কোন উপায় না দেখে কবি মুকুন্দও দেশ ত্যাগ করেন। গ্রাম ছেড়ে ক্রোশ দেড়ের দূরে ভালিঞা গ্রামে রূপ রায় কবিদের সমস্ত সম্বল অপহরন করেন। মুড়াই নদী, দারুকেশ্বর-নারায়ন-পরাশর-আমোদর প্রড়তি নদ নদী অতিক্রম করে অতি দুঃস্থ অবস্থায় কবি সপরিবারে গুচুড় গ্রামে উপনীত হয়ে একটি পুকুর পাড়ে আশ্রয় নেন। তৈলহীন রুক্ষ স্নানের পর শালুক ডাটা ও জল হয় তাঁদের খাদ্য। ভয়ে-ক্ষুধায় পরিশ্রমে অবসান্ন মুকুন্দ সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন। স্বপ্ন দেখেন দেবী চন্ডী কবির শিয়রে উপস্থিত। কবির কানে দেবী মন্ত্র দেন এবং নিজ মহিমা বিষয়ক কাব্য লেখার পরামর্শ দেন। তারপর কবি শিলাই নদী পার হয়ে ব্রাহ্মভূমির রাজা বীর-বাঁকুড়া রায়ের সভায় আড়রা গ্রামে এসে উপস্থিত হন। অবশেষে কবি অনেক দিনের চেষ্টায় এই দীর্ঘ ‘অভয়ামঙ্গল’ (চন্ডীমঙ্গল) কাব্য রচনা করেন। ১৭৪৫ শকাব্দে (১৮২৩-২৪ খ্রীঃ অঃ) রামজয় বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়।

কাহিনীর বিষয় সংক্ষেপ ঃ - বনিকখন্ডের মূল আকর্ষন ধনপতি সদাগর-লহনা-খুল্লনার জীবনালেখ্য। এই খন্ডের মূল পুরুষচরিত্র ধনপতি সদাগর। এই গল্পকাহিনীর নায়করূপে তার প্রতিষ্ঠা। ধনীর সন্তান ধনপতি। পূর্বপুরুষের সঞ্চিত সম্পদের মাধ্যমে সুখে দিন কাটে তার। বানিজ্যবৃত্তির সঙ্গে সংযোগ থাকলেও পায়রা উড়িয়ে , ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত হয়ে সম্ভোগ আতিশায্যে দিন কাটে তার। তার প্রথমপত্নী লহনা। সে বিগত বৌদ্ধ প্রায়। বনিপুত্র পায়রা উড়াতে উড়াতে চলে এলো একদিন ইছানি নগরে। রূপসী খুল্লনার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। প্রথম দর্শনেই প্রগাঢ় প্রেম, রূপসী সুন্দরীর মোহ তাকে মুগ্ধ করল। দেওয়া হন বিবাহ প্রস্তাব। বিবাহের পরদিনই রাজাদেশে গৌড়যাত্রা। লহনা প্রথমে সপত্নীকে ভালোভাবে নিয়েছিল। সংসারের দাসী এবং দুবলার বাঁকা কথার লহনা ধারনা হয় তার স্বামীর সৌভাগ্য নষ্ট হবে। সুতরাং সে তার শত্রু। সতীন সমস্যার ,বলি হতে হয় খুল্লনাকে। অত্যাচারে পীড়নে তাকে অতিষ্ট হতে হয়েছে। কাহিনী ধারা জুড়ে সতীনের উপদ্রবে খুল্লনার বিড়ম্বিত জীবন-যন্ত্রনার নিদারুন চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায়।

এইভাবে প্রায় বৎসরকাল কাটলে দেবী প্রসন্ন হয়ে বিদ্যাধরীদের দিয়ে খুল্লনাকে আপনার পূজাব্রত শিখিয়ে দেন। দেবী ধনপতিকে স্বপ্ন দেন। ধনপতি দেশে ফিরে আসেন। ধনপতির পিতার শ্রাদ্ধকালে নিমন্ত্রিত অতিথিরা ধনপতির গৃহে আহার করতে রাজি হয় না। খুল্লনা এক বছর অরক্ষিত অবস্থায় ছাগল চরিয়েছে। তাতে তার চরিত্রভ্রংশ ঘটেছে। ধনপতিকে কিছুদিন পরে বানিজ্যিক কারনে সিংহাসনে যেতে হয়। খুল্লনা তখন পাঁচমাস গর্ভবতী। তার গর্ভে দেবীর বরপুত্রের সঞ্চয় হয়েছে।

Text with Technology

সাত ডিঙা নিয়ে বানিজ্যযাত্রায় যাওয়ার সময় ধনপতি খুল্লনাকে ঘটে দেবীর পূজা করতে দেখে ক্রুদ্ধ হন এবং সে গট পা দিয়ে ঠেলে দেন। দেবী ধনপতিকে শিক্ষা দেবার জন্য ঝড় বৃষ্টি ও বান ডেকে সমুদ্রে তার ছয় ডিঙা ডুবিয়ে দেন। সিংহল বন্দরের অদূরে দেবী তাকে একটি মায়াদৃশ্য দেখান। সমুদ্রের মাঝখানে একটি বিশাল পদ্মবন, তাতে বৃহৎ আকারের পদ্ম ফুটে আছে। সেই পদ্মের উপর অপূর্ব সুন্দরী ষোড়শী কন্যা হাতৌকিএ ধরে বারবার গিলছে আর উগরাচ্ছে। সিংহলের রাজাকে এই কমলে-কাহিনীর কথা বলে ধনপতি বিপদে পড়লেন। তিনি রাজাকে এ দৃশ্য দেখাতে পারেননি। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে ধনপতিকে কারাগারে বন্দী করেন। অপরদিকে খুল্লনা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। নাম রাখে শ্রীপতি (শ্রীমন্ত)। ছেলেকে খুল্লনা সযত্নে লালন করে। পুরোহিত পন্ডিত জনার্দনের কাছে পড়তে পাঠায়। এগার বছর বয়সেই সে পন্ডিত হয় এবং গুরুর সঙ্গে শাস্ত্র বিচার করে। শাস্ত্রবিচারের সময় গুরু শিষ্যের তর্কাতর্কিতে শ্রীপতি ব্রাহ্মনজাতিকে কটাক্ষ করে। গুরু তাকে জারজ বলে গালি দেয়। মর্মাহত হয়ে সে পিতার সন্ধানে সাতডিঙা নিয়ে সিংহল অভিমুখে গমন করে।

দেবীর প্রসন্নতায় যাত্রাপথে কোন বিঘ্ন ঘটে না। শ্রীপতি ও সিংহল বন্দরের মোহনায় মায়াদৃশ্য কমলে কামিনী দেখে।বিদেশি বনিকের মিথ্যা কথায় রাজা অতিরিক্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীপতিকে প্রানদন্ড দেন। দেবীর বিরোধিতা সে আজ্ঞা পালন করা যায় না। দেবীর রোষে রাজবল সমূলে ধ্বংস হয়। অবশেষে রাজা সালবান (শালিবাহন) মায়া দেবীকে প্রসন্ন করতে অঙ্গীকার করেন। শ্রীপতিকে তাঁর একমাত্র কন্যা সমর্পণ করেন। দেবী নিহত সিংহল বীর দের পুর্ণজীবন দান করেন। কারাগার থেকে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। শ্রীপতি তাঁর পিতাকে খুঁজে পান। শ্রীপতি পিতা ও পত্নী সিংহল রাজকন্যা সুশীলাশে নিয়ে দেশে প্রর্ত্যাবর্তন করেন। পথে ধনপতির নিমজ্জিত ছয় ডিঙা উদ্ধার হয়। দেশে ফিরে শ্রীমন্ত শেষ পরীক্ষা দেন। উজানির রাজা বিক্রমকেশরী দাবী করে তাকে কমলে কামিনী দেখাতে হবে। শ্রীপতির খাতিরে দেবী তাঁর কমলে কামিনী রূপ সকলকে দেখালেন। কলিকালে মর্ত্যভূমিতে দীর্ঘকাল থাকা বড় কষ্টকর, এটা সত্য বুঝে দেবী অবশেষে খুল্লনা শ্রীপতি ও তার দুই পত্নী - স্বর্গভ্রষ্ট চারজনকে নিয়ে স্বর্গে চলে যান। কাহিনী এইখানেই সমাপ্ত।

teachinns
Text with Technology

চরিত্র

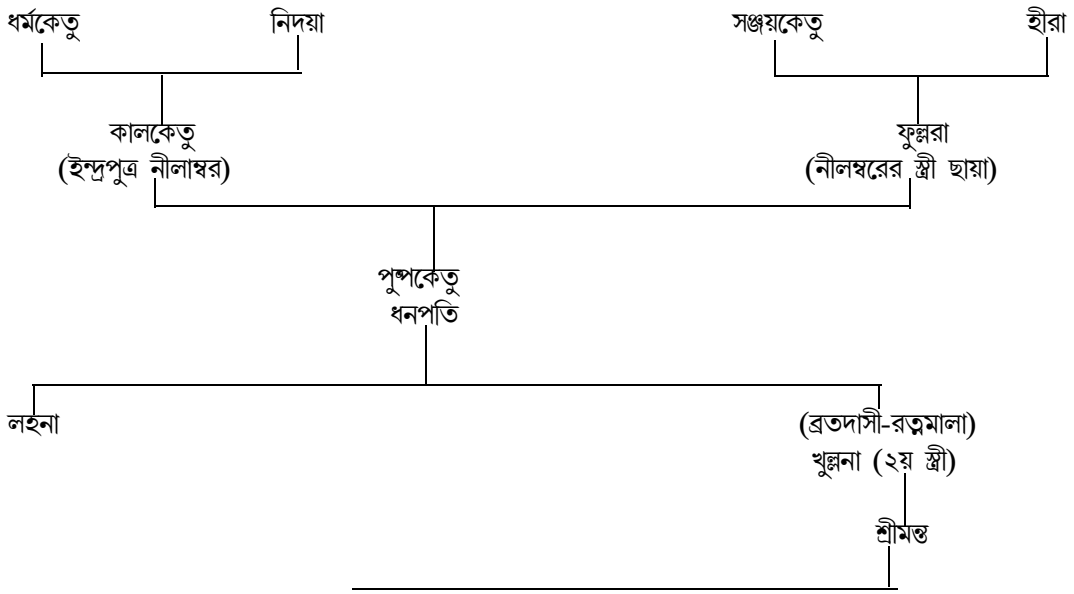

সুশীলা (১ম স্ত্রী) | জয়াবতী (২য় স্ত্রী)

জয়দত্ত
হরিদত্ত
ভাড়ুদত্ত | শিবদত্ত

১. লক্ষপতি - খুল্লনার পিতা
২. রম্ভাবতী - খুল্লনার মাতা
৩. বিমলা - ফুল্লরার প্রতিবেশিনী, রম্ভাবতীর সই।
৪. বুলান মন্ডল - চন্ডীমঙ্গলের কৃষক।
৫. ভিমমল্ল - কলিঙ্গরাজের কোটাল।
৬. বীরমল্ল - কলিঙ্গরাজের জামাতা।
৭. লীলাবতী - ললনার সি।
৮. সোমাই পন্ডিত - কালকেতু ও ফুল্লরার বিবাহের ঘটক।
৯. জনার্দ্দন পন্ডিত - ধনপতি ও খুল্লনার বিবাহের ঘটক।
১০. সালবান - সিংহলের রাজা। সুশীলের পিতা।
১১. বিক্রমকেশরী - উজানিনগরের রাজা, জয়াবতীর পিতা।
১২. দুর্বলা - দাসী।

তথ্য

**মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যটি - 'অভয়ামঙ্গল', 'অম্বিকামঙ্গল', 'চন্ডিকামঙ্গল', 'গৌরিমঙ্গল', 'হৈমন্তীশঙ্করমঙ্গল', 'নূতনমঙ্গল', 'চন্ডিকার ব্রতকথা' নামে পরিচিত।
*সিংহল যাত্রাকলে ধনপতির সপ্তডিঙা মধুকর, দুর্গাবর, গুয়ারেখি, শঙ্খচুর, মধুপাল, ছোটমুটি।
*গুরুগৃহে শ্রীপতি যা যা পড়েছিল ঃ-
মেঘদূত, কুমারসম্ভব, ভারবি, জয়দেব, রত্নাবতী, সাহিত্যদর্পন, কাদম্বরী, বামন, দন্ডী, সপ্তশতী, কামশাস্ত্র।
*কবিকঙ্কন রচিত কালজ্ঞাপক শ্লোকটি হল ঃ-
"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা,
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা।"
*মুকুন্দ চক্রবর্ত্তীর উপাধি ছিল 'কবিকঙ্কন' জমিদার রঘুনাথ রায় তাঁকে এই উপাধি দিয়েছিলেন।

গুরুত্বপূর্ন লাইন (বনিকখন্ড)

১. "বিচারে হইআ অন্ধ পদ গলে দিআ বন্ধ
ভেট দিললে খুল্লনা হরিনী।"
২. "স্ত্রী গত যৌবনে পুরুষ নিধনে
কী বা আদরের চিন
কামদেব পাপ দুইজনে চাপ
নাহি করে গুনহীন।"
৩. "না করিল বিধি জনম অবধি
নারীর যৌবনকাল
শশীর উদয় মৃণাল না রয়
মোর মনে রেল সাল।"
৪. "জেই ঘরে দু-সতিনে না বাজে কন্দল
সেই ঘরে রহে দাসী সে বড় পাগল।"

৫. "কোকিল সুস্বরে কে নহে সুখী
জীবন যৌবন কেহ নহে দুঃখী।"
৬. "অচেতন হয়্যা কান্দে হারায়্যা সর্বশী
লোচনের জালেতে মলিন মুখশশী।"
৭. "জীবনে অধিক গুরু নবীন অঙ্গনা
বাসিফুলে মধুকর না করে বাসনা।"
৮. "দুর্গতি নাশিনী দুর্গা জগতের মাতা
শৈলনন্দিনী শিবা দেবের দেবতা।"
৯. "সত্যবাক্য সমধর্ম নাহিক পুরানে
মিথ্যার সমান পাপ নাহি ত্রিভুবনে।"

মন্তব্য

১. "বাংলার যে সকল লৌকিক দেবদেবী হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগে হিন্দুভাবাপন্ন তন্ত্র বা পুরান কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছেন, চন্ডী বা মঙ্গলচন্ডী তাঁহাদের অন্যতম।"

(ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য)

২. "ধর্মের প্রেস্টিজের জন্য চন্ডীর খেয়াল নাই। তাঁর প্রেস্টিজ হচ্ছে ক্ষমতার প্রেস্টিজ। অতএব মায়ের পর মার, মারের পর মার।"

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৩. "আমার প্রচেষ্টা দুর্বাখ্যা-বিষমূর্ছা থেকে উদ্ধার নয়, দুষ্পাটের কুয়াশা-ঘুচানো এবং কুপাটের জঞ্জাল মোচন।"

(সুকুমার সেন)

৪. "কবিকঙ্কন চন্ডীতে, স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তব চিত্রে মুকুন্দের চরিত্রাঙ্কনে, কুশল ঘটনা সন্নিকটে ও সর্বোপরি আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপনে আমরা ভবিষ্যৎকালের উপন্যাসে বেশ সুপষ্ট আভাস পেয়ে থাকি।"

(শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়)

৫. "আমার প্রচেষ্টা দুর্বাঘ্য-বিষমূর্ছা থেকে উদ্ধার নয়, দুষ্পাটের কুয়াশা-ঘুচানো এবং কুপাটের জঞ্জাল মোচন।"

(সুকুমার সেন)

৬. "কবিকঙ্কন চন্ডীতে, স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তব ঘটনা সন্নিবেশে ও সর্বোপরি আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপনে, আমরা ভবিষ্যৎকালের উপন্যাসের বেশ সুস্পষ্ট আভাস পেয়ে থাকি।"

(শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়)

৭. "বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মন সংস্কার যে কিভাবে এক দেহে লীন হইয়া আছে মঙ্গলকাব্য গুলি তারই পরিচয়।"

(ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য)

৮. "কবি কঙ্কন সুখের কথায় বড় নহেন, দুঃখের কথায় বড়। বড় বড় উজ্জ্বল ঘটনার মধ্যে অবিরত ফল্গু নদীর ন্যায় এক অর্ন্তবাহী দুঃখ সঙ্গীতের মর্মস্পর্শী আর্ত ধ্বনি শুনা যায়।"

(দীনেশচন্দ্র সেন)

৯. "সমসাময়িক যুগের কাব্যে যে অবাস্তব সৌন্দর্যবোধ ও শূন্যগর্ভ আদর্শবাদ পল্লীজীবনের আসল রূপটিকে আড়াল করিয়া দেখাইয়াছে, কাব্যের কবিতা তাহারই প্রতিবাদ, কিন্তু এই নিম্নতম মানের জীবনের প্রানকেন্দ্র কোথাও তা তিনি ধরিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি বস্তুর কবি, বাস্তবয়সের কবি নহেন।"

(শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়)

Sub Unit - 6

শিবায়ন (চাষপালা)
রামেশ্বর ভট্টাচার্য

বাংলার লোকজীবনে দেবাদিদেব মহাদেবকে নিয়ে অনেক লোককাহিনী প্রচলিত আছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শিব-দুর্গার গার্হস্থ্য জীবনকে কেন্দ্র করে কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রার রূপকে যে আখ্যান কাব্য সৃষ্টি হয়েছে তাই 'শিবায়ন' নামে পরিচিত। শিব হলেন এখানে কৃষি দেবতার প্রতীক।

ষষ্টপালা ঃ- এই পালার বর্ননীয় বিষয়গুলি হল - কৃনসুর কথা, হরগৌরিসংবাদ, ব্যাধের শিবপূজা, ব্যাধের শিবলোক প্রাপ্তি, যম-নন্দীসংবাদ, শিবরাত্রির ব্রত, হরগৌরীর কলহ, চাষের উদযোগ, চাষের সজ্জা প্রস্তুত শিবচাষ ভূমিতে যাত্রা। শস্যোৎপত্তি প্রভৃতি।

সপ্তমপালা ঃ- এই পালার বর্ননীয় বিষয়গুলি হল - নারদের কৈলাস গমন উদযোগ, নারদের কৈলাস যাত্রা, গৌরীকে মন্ত্রনা দান, মাছি ডাঁশ প্রেরন, জোঁকের উৎপার্ত শিবের জল সিঞ্জন, বাগদিনীকে শিবের অঙ্গুর দান।

তথ্য

১. কাব্যটি অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে (১৭১০-১১) রচিত।
২. কাব্যটির প্রকৃত নাম - শিব সঙ্কীতর্ন।
৩. কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের বসবাস মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের অন্তর্গত যুদুপুর গ্রামে।
৪. পিতার নাম - লক্ষ্মন
৫. মাতার নাম - রূপবতী
৬. দুই পত্নী ছিল কবির - সুমাত্র ও পরমেশ্বরী।
৭. কাব্যটির সূচনা হয় - রাজা রামসিংহের আমলে। শেষ হয় - যশোবন্ত সিংহের আমলে।
৮. কবি 'শিবায়ন'কে চন - চন্ডীমঙ্গলের মতো 'অষ্টামঙ্গলা' করেছেন।
৯. কবির কৌলিক পদবি চক্রবর্ত্তী।
১০. রামায়নের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন কবি।
১১. রামেশ্বর ভট্টাচার্য সর্বধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন রামেশ্বরের 'শিবসঙ্কীর্ত্তন' আটটি পালায় বিন্যস্ত।

মন্তব্য

ক) "যশোবন্তের রাজধানী বর্শগড় মেদিনীপুর শহর হইতে তিনক্রোশ দূরবর্তী। কথিত আছে যে, এইখানে যশোবন্ত প্রতিষ্ঠিত মহামায়ার মন্দির ছিল। তাহাতেই কবি রামেশ্বর যোগা মনে বসিয়া শিবমন্ত্র জপ করিতেন।"

(আশুতোষ ভট্টাচার্য - "বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস")

খ) "রামেশ্বর সংস্কৃত শিক্ষিত ছিলেন। ফরাসী ও তাঁহার জানা ছিল। সে হিসাবে তাঁহার রচনা সর্বসময় ও অত্যন্ত সার্থক।"

(সুকুমার সেন - বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস)

গ) "যাহা হউক মোটের উপর হরগৌরী এবং রাধা কৃষ্ণকে লইয়া আমাদের গ্রাম্য সাহিত্য রচিত। তাহার মধ্যে হরগৌরীর কথা আমাদের ঘরের কথা। ..... যদি তাঁহার নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তিধারন করিবার চেষ্টা মাত্র করিতেন তাহা হইলে বাংলার মধ্যে তাহাদের স্থান হইতে নগন্য।"

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'লোকসাহিত্য')

ঘ) "রামাই পন্ডিতের শূন্য পুরানে শিবের গান ও আছে। মহাযমানী বৌদ্ধগন শিব পূজা ও করিতেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে শিবের স্থান বুদ্ধ বা ধর্মের নিচে। .....,সপ্তদশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ দেব ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাহাদের শিবায়ন গ্রন্থে বৌদ্ধ কবিদের পরিকল্পিত ভিক্ষুক গৃহস্থ শিবের জীবনচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।"

(কবিশেখর কালিদাস রায় "প্রাচিন বঙ্গসাহিত্য")

ঙ) "শিবায়নে শিবের চাষ পালা। ধর্মপুরান কাহিনীর রূপান্তর ও উপসংহার।"

(সুকুমার সেন)

চ) "শিব কে বারবার গৌরীর কাছে নত হইতে হইয়াছে। তৎপূর্বে সংস্কৃত কবিগন বহুবার শিবের দ্বারা গৌরীর পদধারন করাইয়াছেন।"

(ডঃ শশিভূষন দাশগুপ্ত)

গুরুত্বপূর্ন লাইন

ষষ্ঠপালা

* "গৃহস্থের গৃহ চলে গৃহনির গুনে।"

* "দিন দুটি ছাওয়াল ছড়ায়ে পাঁচ সের।"

* "চিন্তিলাম চন্দ্রচূড় চাষ বড় ধন।"

* "গরীবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা বার কর্যা সকল বেচিয়া লয় রাজা।"

* "ঘাত কর্যা ঘরে তারে পাতাইব শাল।"

* "সুদর্শন চক্র যেন বিষ্ণুর সমান।"

* "ভীমসেন ভৈরব ধর্যা বান্ধে এক পাশে দ্বিজ রামেশ্বর বলে হর গৌরী হাসে।"

* "শঙ্করের পঞ্চশত শঙ্করীর শত।
  টিক দিয়া দেখহ একুনে হল্য কত।"

* "বন্ধ কর্যা বাঘছালে যাঁতা দিল তায়্যা।
  পাবকে পেল্যাছে প্রেত চিতাঙ্গার বৈয়্যা ।।"

* "বৈষ্ণবি বিচার্যা বিষ্ণুরস কৈল্য মূল।
  দেবদেব দ্রবে তবে দ্রব হয় শূল ।।"

* "আত্মতত্ত্বে মগ্ন হলা মহেশ্বর মন।
  জাহ্নবীর জন্মকালে যেন জনার্দ্দন ।।"

* "পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া পশুপতি।
  দেবীকে দ্বীপের উপর কৈল্য স্থিতি ।।"

* "চৈত্র গেল চর্তুদ্দশ চাষ হৈল পূর্ন।
  মাটো কর্যা মি দিয়া মাটী কৈল চুর্ন ।।"

* "তড়িআন মহামেঘ সমীরন সখা ।
  আষাঢ়ের প্রথম দিবসে দিল দেখা ।।"

Sub Unit - 7

অন্নদামঙ্গল

ভারতচন্দ্র রায়

(প্রথম খন্ড)

ভরতচন্দ্র রায় গুনাকর অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' অথবা 'অন্নপূর্ণামঙ্গল' কাব্য তিনটি খন্ডে বিভক্ত। - (১) অন্নদামঙ্গল (২) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর (৩) অন্নপূর্নামঙ্গল বা মানসিংহ। তিনটি খন্ডে যে তিনটি স্বতন্ত্র কাহিনী বর্নিত হয়েছে একটির সঙ্গে অন্যটির কোন মিল নেই। কাহিনী গুলির কোন যোগসূত্র নেই। তিনটি খন্ডেই দেবীর মাহাত্ম্য বর্নিত হয়েছে।

প্রথম খন্ড 'অন্নদামঙ্গল' কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি। মঙ্গল কাব্যের রীতি অনুসারে বন্দনা অংশকে স্থান দিয়েছেন। গনেশ শিব সূর্য বিভিন্ন দেবদেবীর বর্ননা। এর পরের অংশ গ্রন্থ সূচনা, সতীর দক্ষালয়ে গমনদ্যোগ, সতীর দক্ষালয়ে গমন ও দেহত্যাগ, হরগৌরীর বিবাদ, ব্যাস প্রসঙ্গ হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে দেবীর গমন, প্রভৃতি কাহিনী স্থান পেয়েছে।

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খন্ড কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বর্দ্ধমান রাজার রূপবতী কন্যা বিদ্যার সঙ্গে বিদেশী রাজপুত্র সুন্দরের প্রনয় লীলা বর্নিত।

তৃতীয় খন্ড অন্নপূর্ণামঙ্গল বা মানসিংহ - এই খন্ডে ভবানন্দ মজুমদার দিল্লীর ফরমান লাভ করে নবদ্বীপের রাজা হন তার কাহিনী বর্নিত। দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক হিন্দু দেবদেবীর নিন্দায় ভবানন্দের প্রতিবাদ ও কারাদন্ড। দেবী অনুচর ভূতপ্রেতদের অত্যাচারে বাদশাহের আতঙ্ক ও ভবানন্দের মুক্তিলাভ প্রভৃতি এই কাহিনী কাব্যে বর্ননীয় বিষয়।

তথ্য

১. ভারতচন্দ্র ১৭২২ খ্রীঃ বর্ধমান মহারাজার শাসনাধীন ভুরসুট পরগনার অন্তর্গত পেঁড়ো গ্রামে (বর্তমানে হাওড়া জেলার অর্ন্তগত)
   এক ব্রাহ্মন পরিবারে জন্মগ্রহন করেন।
২. কবির পিতা ছিলেন নরেন্দ্র নারায়ন মুখোপাধ্যায়।
৩. মাতা - ভবানী
৪. কবি নিজে কনিষ্ঠ পুত্র
৫. আরও তিনভাই ছিল ঃ- ক) চতুর্ভূজ রায় (প্রথম)
   খ) অর্জুন রায় (মধ্যম)
   গ) দয়ারাম রায় (তৃতীয়)
৬. ভারতচন্দ্র অল্প বয়সে ঘর ছেড়ে পালিয়ে দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুনশীর আশ্রয়ে থেকে সংস্কৃত ও ফারসী শিক্ষা করেন।
৭. কথিত আছে নরেন্দ্র নারায়ন মহারানী বিষ্ণুকুমারীর সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হন। আপমানিতা মহারানী তাঁর দুই সেনাপতি আলমচন্দ্র ও ক্ষেমচন্দ্রের সাহায্যে নরেন্দ্রনারায়নের পেড়ো গড় আক্রমন করেন এবং অধিকার করেন।
৮. কবির মাতুলালয় ছিল মঙ্গলঘাট পরগনার গাজীপুরের নিকটবর্তী নওয়াপাড়া গ্রাম।
৯. ভারতচন্দ্র সারদা গ্রামের নরোত্তম আচার্যের কন্যাকে বিবাহ করেন।
১০. ভারতচন্দ্রের কাব্য প্রতিভার প্রথম স্ফুরন ঘটে রামচন্দ্র মুখীর গৃহেই। এখানে তিনি দুটি সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করেন। পাঁচালী দুটির একটি ত্রিপদীতে এবং অন্যটি চৌপদীতে লেখা।
১১. কবির পিতা বর্ধমানের মহারাজার কাছ থেকে নির্দ্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে কিছু জমি ইজারা নেন। সেই জমি তদারকির জন্য মোক্তার রূপে তাঁর পিতা ও ভ্রাতারা তাঁকে বর্ধমানে পাঠান। নির্দিষ্ট সময়ে টাকা পাঠাতে না পারায় মহারাজ সেই জমি কেড়ে নেন ভারতচন্দ্র তার প্রতিবাদ করলে মহারাজ তাকে বন্দী করেন এবং কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

১২. কারাধ্যক্ষ তাঁকে গোপনে মুক্তি দেন।

১৩. এরপর অর্থ উপার্জনের আসায় ফরাসী গর্ভনমেন্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ন চৌধুরীর কাছে গমন করেন। ইন্দ্রনারায়ন চৌধুরী তাঁর বন্ধু নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। কৃষ্ণচন্দ্র মাসিক ৪০ টাকা বেতনে তাকে সভাপতির পদে বরন করেন এবং 'রায়গুনাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৪. ভারতচন্দ্রের পান্ডিত্য ও কাব্য প্রতিভা মহারাজ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বাড়ি তৈরীর জন্য ১০০ টাকা এবং বার্ষিক ৬০০ টাকার বিনিময়ে মূলাজোড় গ্রাম ইজারা দেন।

১৫. ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ভাষায় শ্লেষাত্মক ভঙ্গীতে নোগাষ্টক রচনা করে কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পাঠান।

১৬. মহারা কৃষ্ণচন্দ্র রামদেব নাগের অত্যাচার থেকে মূলাজোড় বাসীদের বাঁচান। এই সময়েই ভারতচন্দ্র রচনা করলেন 'রসমঞ্জুরী' নামে একটি কাব্য।

১৭. ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন ১৭৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ কবির বয়স তখন প্রায় ৪০ বছর। এরপর তিনি আট বৎসর বেঁচেছিলেন। ১৭৬০ খ্রীঃ মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান।

১৮. মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে সংস্কৃত, হিন্দী বাংলা ভাষার মিশ্রনে 'চন্ডী' নাটক নামে একটি গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। কিন্তু তা সমাপ্ত করতে পারেননি।

teachinns Text with Technology

Sub Unit-8 চৈতন্যভাগবত (আদিখন্ড)

বৃন্দাবনদাস

বাংলায় লেখা প্রথম চৈতন্যজীবনী কাব্য বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'। প্রথমে বইটির নাম ছিল 'চৈতন্যমঙ্গল'। 'চৈতন্যভাগবত' বড় বই। তিনখন্ডে বিভক্ত। ছত্র সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার। আদি খন্ডে পনেরোটি অধ্যায় আছে। চৈতন্যদেবের গয়া থেকে প্রত্যাগমনে শেষ। মধ্য খন্ডে সাতাশটি অধ্যায়। চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহনে পরিসমাপ্ত। অন্ত্য খন্ডে আছে দশটি অধ্যায়। গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে মিলন ও গুন্ডিচা যাত্রা মহোৎসব পর্যন্ত বর্নিত।

আদিখন্ড:

এখানে বর্নিত আছে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের জন্ম, প্রথম যৌবনে তীর্থ ভ্রমন, লক্ষীপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহ, তর্ক যুদ্ধে কেশব কাশ্মীরিকে পরাজিত করা, লক্ষীদেবীর মৃত্যু, বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ, যবন হরিদাসের কাহিনী, পিতৃপিন্ড দানের জন্য গয়া গমন, ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষালাভ এবং গয়া থেকে নবদ্বীপে প্রভুর ফিরে আসা পর্যন্ত ঘটনার বিবরন আছে। চৈতন্যের মৃত্যু রহস্য উন্মোচিত না হওয়ায় তিনি নীরব থেকেছেন। অসম্ভাব্য সত্য কিংবা সম্ভাব্য মিথ্যাকে বিশ্বাসযোগ্য রূপে পরিবেশনের প্রয়াস পাননি। তাই চৈতন্য ভাগবত অসম্পূর্ন, হলেও শ্রেষ্ঠ চরিতগ্রন্থ। বাল্যে চৈতন্যের দেবের দামাল দুরন্তপনায় ঘরে মা শচী দেবী বিচলিত, গঙ্গা ঘাটে স্নানার্থীরা বিব্রত, কৈশোরে তার তীক্ষ্ম মেধায় অধ্যাপক বিস্মিত। লোচনদাসের মত সত্যভ্রষ্ট হননি, জয়ানন্দের মতো চটকাদরি মন্তব্য করেননি (বৃন্দাবনদাস)। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতো ধর্মদর্শন ও তত্ত্বকথায় বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থটি ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। মানবায়নের প্রশ্নে, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত শ্রেষ্ঠ রচনা সন্দেহ নেই।

Text with Technology

তথ্য

১। বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের আদি খন্ডের অধ্যায় ১৫ টি।
২। বৃন্দাবন দাসের পিতার নাম বৈকুন্ঠ নায়। মাতা-নারায়নী, শ্রীনিবাস আচার্যের ভ্রাতুস্পুত্রী।
৩। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের মতে বৃন্দাবন দাসের জন্ম ১৫৩৫ খ্রী:।
৪। সুকুমার সেনের মতে ১৫০৭-১৫১৫ খ্রী: মধ্যে বৃন্দাবন দাসের জন্ম।
৫। বিমানবিহারী মজুমদারের মতে ১৫১৯ খ্রী: বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহন করেন।
৬। বৃন্দাবন দাস প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহন করেন।
৭। 'চৈতন্যভাগবত' চৈতন্যের পাঁচটি নাম পাওয়া যায়।
অ) বিশ্বম্ভব
আ) নিমাই
ই) গৌরচন্দ্র
ঈ) গৌরাঙ্গ দাস
উ) শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য
৮। আদি খন্ডে চৈতন্যের গয়া গমন পর্যন্ত বিস্তৃত। সেখানে ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে চৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়।
৯। হরি সংকীর্তন হল কলিযুগের ধর্ম। এই যুগ ধর্ম রক্ষাহেতু নারায়ন শচীনন্দন রূপে সপার্ষদ মত্যে অবতীর্ন হয়েছিলেন।
১০। গদাধর শ্রীহট্টের বাসিন্দা, নবদ্বীপে এসে বসবাস করেন। চৈতন্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হেতু তাঁকে 'দ্বিতীয় চৈতন্য' বলা হয়।
১১। 'সর্বমিষ্ট চৈতন্য গোসাঞি' - আদি খন্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে বৃন্দাবন দাস এই মন্তব্য করেন।
১২। চার যুগে বিষ্ণু, চার বর্ন ধারন করেন। সত্যযুগে শ্বেতবর্ন, ক্রেতাযুগে রক্তবর্ন, দ্বাপরযুগে শ্যামবর্ন এবং কলিযুগে পীতবর্ন ধারন করেন।
১৩। চৈতন্যদেবের জন্মতিথি ফাল্গুনী পূর্নিমা, এবং নিত্যানন্দের জন্মতিথি মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী।

১৪। গঙ্গাদাস পন্ডিতের কাছে চৈতন্য পাট গ্রহন করেন।
১৫। বনমালী আচার্য চৈতন্যের সঙ্গে লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিবাহের সম্বন্ধ করেছিলেন।
১৬। লক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতার নাম বল্লভ আচার্য।
১৭। বৃন্দাবন দাস দেনুড়ে 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেন।
১৮। মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তকে বরাহ রূপে দেখিয়েছিলেন।
১৯। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' এর পূর্বে নাম ছিল 'শ্রী শ্রী চৈতন্যমঙ্গল'।
২০। চৈতন্যদেব কাশী মিশ্রের গৃহে আশ্রয় নেয়।
২১। প্রতাপরুদ্র ছিলেন ওড়িষ্যার রাজা, কাশীমিত্রের শিষ্য।
২২। রামানন্দ রায় ছিলেন ভবানন্দ পট্টনায়কের পুত্র। ওড়িষ্যার অন্যতম জমিদার।
২৩। আদিখন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে বৃন্দাবন দাস পাঁচটি রচনা করেছেন। সেগুলি যথাক্রমে 'ধানশী', 'পটমঞ্জরী', 'নমৈঙ্গল'
ও 'মঙ্গল' রাগে গাইতে নির্দেশ দিয়েছেন।
২৪। আদি খন্ডের দাদ্বশ অধ্যায়ে চৈতন্য সর্পাধাতে লক্ষীপ্রিয়ার মৃত্যু সংবাদ পান।
২৫। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যনাতন, রাজ পন্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে চৈতন্যের দ্বিতীয়বার বিবাহ সম্পন্ন হয়।
২৬। পঞ্চদশ অধ্যায়ে চৈতন্য পিন্ডদানের উদ্দেশ্যে গয়াতীর্থে যাত্রা করেন।
২৭। গয়ায় যে সমস্ত তীর্থে চৈতন্য পিন্ডদান করেছিলেন, তা ক্রমানুসারে হল-
ফল্গু তীর্থ > গিরিশৃঙ্গে, প্রেতগয়া > দক্ষিন-মানস > শ্রীরাম গয়া > যিধিষ্ঠির গয়া > উত্তর মানস > ভীম গয়া > শিব গয়া > ব্রহ্ম গয়া > ষোড়শ গয়া > গয়া শিব।

teachinns
Text with Technology

Sub Unit - 9 কৃষ্ণদাস কবিরাজ- চৈতন্য চরিতামৃত (মধ্যলীলা)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এর জন্য বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামে। আনুমানিক ১৫২৫ খ্রী: কাছাকাছি সময়ে। পিতা ভগীরথ, মাতা সুনন্দা। বিপুল পান্ডিত্য ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। কবি নিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবনে যান এবং বৃন্দাবনে রূপ সনাতন এবং অন্যান্য গোস্বামীদের সান্নিধ্য লাভ করেন। প্রবাদ এই যে কবি জাতিতে বৈদ্য এবং রূপ, সনাতন, জীব গোপালভট্ট, রঘুনাথ দাস ও রঘুনাথ ভট্ট কে কৃষ্ণদাস শিক্ষাগুরু বলেছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এর রচিত 'শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থটি আদি-মধ্য-অন্ত্য খন্ডে বিভক্ত। মধ্যলীলায় আছে ২৫ টি পরিচ্ছেদ। কৃষ্ণদাস চৈতন্যের প্রাক্-সন্ন্যাস জীবন সংক্ষেপে ব্যক্ত করে চৈতন্যের সন্ন্যাসোত্তর দিব্য জীবনকে কেন্দ্র করে বহু তত্ত্বদর্শনের সমাবেশ ঘটিয়েছেন তার গ্রন্থটিতে। গ্রন্থটির রচনাকাল নিয়ে সংশয় আছে। কেউ বলেন ১৫৩৭ শকাব্দই চৈতন্য চরিতামৃত রচনার কাল। আবার অন্যভাবে হিসেব করলে ১৫৩৪ শকাব্দ = ১৬১২ খ্রী: ৭ ই জুন। কবি অশীতিপর বয়সে চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন বলে মনে করা হয়। কবিত্ব গ্রন্থ রচনার সময় নিজেকে জরাতুর বলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের প্রায় আটচল্লিশ বছরের জীবনকথা তিনখন্ডে বাষট্টি পরিচ্ছেদে কাল ও ঘটনার ক্রমানুসারে সুসজ্জিত করে চৈতন্য তত্ত্ব তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষন করবার প্রয়াস করেছেন।

খন্ডগুলিকে তিনি লীলা অভিধায় ভূষিত করেছেন। আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলার পরিচ্ছেদ সংখ্যা যথাক্রমে ১৭,২৫ ও ২০।

মধ্যলীলায় চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহন থেকে শেষ তীর্থভ্রমন পর্যন্ত ২৫টি পরিচ্ছেদে ছয় বছরের সন্ন্যাসজীবনের কথা ব্যক্ত হয়েছে, চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহন, রাঢ়দেশে ভ্রমন, লীলাচলে গমন, সার্বভৌমকে স্বমর্তে আনয়ন, বৃন্দাবন থেকে কাশী, কাশী থেকে বৃন্দাবন, আবার নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, আবার সেখান থেকে কাশী, বৃন্দাবন তারপর নীলাচল থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে মিলন প্রভৃতির বিস্তৃত বর্ননা মধ্যলীলায় ঠাঁই পেয়েছে। মধ্যলীলায় গৌরব বর্ননার জন্য নয়, এখানে গৌড়ীয় ভক্তিবাদ, রাগানুগা ভক্তি, রামানন্দের সঙ্গে রসতত্ত্ব ও তার পর্যায় ব্যাখ্যা, সনাতনকে উপদেশের ছলে জীবতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব প্রভৃতির বিস্তারিত পরিচয় ব্যাক্ত করেছেন। এই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষনে কৃষ্ণদাসের মননশক্তি ও দার্শনিকতার ভূয়সী প্রশংসা না করে উপায় নেই।

তথ্য

১। মধ্যলীলায় চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহন থেকে শেষ তীর্থ ভ্রমন পর্যন্ত ছবছরের কথা বলা হয়েছে। মধ্যলীলার পরিচ্ছেদ সংখ্যা ২৫।
২। চৈতন্যদেব নীলাচলে ১৮ বছর ছিলেন এর মধ্যে প্রেমভক্তি বির্বতনের কারনে ছয় বছর ভক্তদের সঙ্গে ছিলেন।
৩। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মোট তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সংস্কৃতে দুখানি আর বাংলায় একখানি।
৪। বৈষ্ণব সমাজের শিরোমনি-বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর নির্দেশে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গ্রন্থখানি রচনা করেন।
৫। 'শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করতে কবির দীর্ঘ ৯ বছর লাগে।
৬। শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত গ্রন্থ হল রসামৃতসিন্ধু, বিদগ্ধ মাধব, উজ্জ্বল নীলমনি, ললিতমাধব, দানকেলি কৌমুদী প্রভৃতি।
৭। রঘুনাথ দাসের গৃহত্যাগের ঘটনা ঘটে মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে।
৮। গৌরাঙ্গ প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহনের ঘটনা ঘটে মধ্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে।
৯। রূপ- সনাতনের সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর মিলন ঘটে রামকেলিতে।
১০। শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কপোতেশ্বর দর্শনের বিবরন আছে মধ্যলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে।
১১। মহাপ্রভু বাসুদেব ব্রাহ্মনকে কুষ্ট ব্যাধি থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁকে কৃষ্ণনাম করার উপদেশ দেন মধ্যলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে।
১২। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ঘটে গোদাবরী তীরে।
১৩। শ্রী সনাতন গোস্বামী সহ মহাপ্রভুর সন্মন্ধ তত্ত্ব বিচার ও শ্রীকৃষ্ণ - ঐশ্বর্য বর্ননা রয়েছে মধ্যলীলার একবিংশ পরিচ্ছেদে।

১৪। শ্রী সনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি রসকথন রয়েছে মধ্যলীলার ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে।
১৫। শ্রী সনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভুর বিবিধ অভিদেয় সাধন ভক্তি কথন রয়েছে মধ্যলীলার দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে।
১৬। মহাপ্রভু চব্বিশ বছর বয়সে মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস গ্রহন করেন।
১৭। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহনের পর বৃন্দাবনে যাওয়ার পথে রাঢ়দেশে তিন দিন ভ্রমন করেন।
১৮। অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি সারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে-মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদের অর্ন্তগত।
১৯। হলাদিনী সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রেমের আখ্যান-মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদের অর্ন্তগত।
২০। না সো রমন না হাম রমনী,
দুহুঁ মন মনোভাব পেশল জানি।
মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদের অর্ন্তগত।
২১। মহাপ্রভুর দক্ষিনদেশে তীর্থ পর্যটনের ঘটনা রয়েছে মধ্যলীলার নবম পরিচ্ছেদে।

teachinns Text with Technology

Sub Unit - 10 শ্রীকৃষ্ণ বিজয় - মালাধর বসু

তথ্য

১। মালাধর বসুর নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার অর্ন্তগত জৌ গ্রামের নিকটবর্তী কুলীন গ্রামের বিখ্যাত কায়স্থ বংশে।
২। পিতার নাম ভাগীরথ, মাতা ইন্দুমতী।

৩। বাংলা ভাগবতের প্রথম অনুবাদক মালাধর বসু রুকনুদ্দীন বরবক শাহের (১৪৫৯-৭৪) পৃষ্টপোষকতায় ভাগবতের দশম (কৃষ্ণজন্ম থেকে দ্বারকালীলা) ও একাদশ কৃষ্ণের তনুত্যাগ ও যদুবংশের ধ্বংস স্কন্ধ অবলম্বনে পয়ার-ত্রিপদীতে তাঁর গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনা করেন।

৪। গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দিন বরবকশাহ তাঁকে 'গিনরাজ খান' উপাধি দান করেন।

৫। দয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'- এ মালাধর বসুকে 'গুনরাজ ছত্রী' বলা হয়েছে।

৬। গ্রন্থোৎপত্তির কারন হিসেবে মালাধর বসু লিখেছেন -'স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস তার আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন'।

৭। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের 'বিজয়ের' অর্থ 'শ্রীকৃষ্ণের গৌরবকাহিনী' বা 'শোভাযাত্রা' বা 'মঙ্গল' বলে অনুমান। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বা 'শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল' কে কোনো কোনো পুথিতে 'গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮। কবি তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'- এ গ্রন্থ রচনার কাল নির্দেশ করে লিখেছেন - তেরশ পঁচানব্বই শকে গ্রন্থ আরম্ভন। চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন। অর্থাৎ কাব্যের রচনা কাল ১৩৯৫-১৪০২ শকাব্দ, বা ১৪৭৩-৮০ খ্রী:। অর্থাৎ কাব্যটি রচনা করতে মোট ৭ বছর সময় লেগেছে।

৯। কাব্য রচনার অভিপ্রায় সম্পর্কে মালাধর বসু লিখেছেন-

ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া।।
সুন হে পন্ডিত লোক একচিন্ত মনে।
কলি ঘোর তিমির জাতে বিমোচন।
ভাগবত শুনি আমি পন্ডিতের মুখে।
লৌকিক কহিল লোক সুন মহাসুখে।।

১০। ভাগবতের দশম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক-

'ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা গৃহপালাং সমুত্থিতা:'।

১১। মালাধর বসু কাব্যের শুরুতেই 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনার উদ্দেশ্যে যে লোকনিস্তারন ও মনোরঞ্জন তা ব্যাক্ত করেছেন।

১২। লোকনিস্তারনের জন্য পুরানের তত্ত্বদর্শনের আনুগত্য রক্ষা করেছেন। কিন্তু মনোরঞ্জনের জন্য লোকশ্রুত বহুকাহিনির সংযোজন করে সর্বজন গ্রহনযোগ্যতা পান করেছেন।

১৩। ভাগবত বর্হিভূত যে সমস্ত কাহিনী তিনি গ্রহন করেছেন, তা হরিবংশ, বিষ্ণুপুরান গ্রন্থে বর্তমান।

১৪। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলগ্ন বর্ননায় জ্যোতিষশাস্ত্র সম্মত গ্রহ-নক্ষত্র-লগ্ন-রাশির উল্লেখ আছে, তেমনি নামকরনে অনুষ্ঠানেও বাঙালিয়ানার ছাপ পড়েছে।

১৫। গোপী সমাজের জীবনচিত্র, সুন্দরভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যে ফুটে উঠেছে।

১৬। সেকালের সমাজের আচরিত ধর্ম-কর্মের বেশ কিছু পরিচয় মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যে বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে বহুবার চন্ডী পূজার উল্লেখ আছে।

Sub Unit - 11

কৃত্তিবাস ও বনা: রামায়ন [আদিকান্ড ও লঙ্কাকান্ড]

কৃত্তিবাসী রামায়নে কবি কাল ও কাব্য তিনটি বিষয়েই রহস্যঘন জটিলতা বিদ্যমান, কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত রামায়নের কতখানি কৃত্তিবাসের নিজের রচিত আর কতটা লিপিকর-কথক-গায়েনদের ইচ্ছামতো সংযোজন, বর্জন ও পরিবর্তন তা বলা মুস্কিল। ফলে প্রচলিত ও মুদ্রিত বহুল প্রচারিত কৃত্তিবাসী রামায়নর প্রাপ্ত পুথি সংখ্যাও অনেক।

কবি ও কাল নির্নয়ের জটিলতাও কম নয়। কৃত্তিবাস যে আত্মপরিচয় ব্যক্ত করেছেন, তাতে কাল নির্নয়ের ভীষন জটিলতা দেখা গেছে। এ বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ বসু, বসন্তরঞ্জন রায়, নলিনীকান্ত ভটশালী প্রমুখ পন্ডিতেরা বিস্তর আলোচনা করেছেন। তবে বির্তকহীন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি।

কৃত্তিবাস ওঝার একটি আত্মবিবরনী পাওয়া গেছে। তাতে বর্নিত আছে যে, পূর্ববঙ্গে বেদানুজ মহারাজার পাত্র ছিলেন নরসিংহ ওঝা। সেখানে সমস্যা তৈরি হলে তিনি পশ্চিমবঙ্গ আসেন। গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে বাস করতে থাকেন। নরসিংহ ওঝার পঞ্চম উত্তর-পুরুষ কৃত্তিবাস ওঝা। তাঁর পিতার নাম বনমালী ও মাতার নাম মালিনী। মাঘমাসে শ্রী পঞ্চমী তিথিতে রবিবার তিনি জন্মগ্রহন করেন। বারো বৎসর বয়সে উত্তরবঙ্গে, পদ্মাতীরে গমন করেন। বিদ্যার্জনের পর গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। সাতটি শ্লোক লিখে রাজাকে সংবর্ধনা জানান। কৃত্তিবাসের শ্লোক শুনে খুশি হয়ে রাজা তাঁকে মাল্যচন্দনে বরন কর্তৃক সম্মানিত করেন। কৃত্তিবাস অবশেষে সপ্তকান্ড রামায়ন রচনা করেন।

কৃতত্তিবাস বলেছেন -
আদিত্যবার শ্রী পন্ডমী পূর্ন (পুন্য) মাঘমাস তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।
অর্থাৎ কোনো এক মাঘমাসের একরবিবার কবির জন্ম। সেদিন পন্ডমী তিথি। কিন্তু সেদিন যে মাঘ মাসের সংক্রান্তি (= পূর্ন মাঘ মাস) সে বিষয়ে সংশয় আছে। কথাটি পুন্য: ও হতে পারে। অত:পর কুলজী গ্রন্থে কুলীনদের বংশ তালিকার সূত্র ধরে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কৃত্তিবাসের আর্বিভাব কালের প্রয়াস পান। তিনি সিদ্ধান্তে পৌছান চর্তুদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষপ্রান্তে কৃত্তিবাসের জন্ম হওয়া সম্ভব। অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়, কৃত্তিবাস ১৪৪৩ খ্রী: ও জানুয়ারী জন্মগ্রহন করেন এবং তিনি রফনুদ্দীন বরবকশাহের কাছেই সংবর্ধনা লাভ করেন।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম রামায়নকার কৃত্তিবাস ওঝা তিনি মূলত বাল্মীকি রামায়নকে অবলম্বন করে সাতকান্ড রামায়ন রচনা করেছিলেন। তাছাড়াও অধ্যাত্ম রামায়ন, দেবীভাগবত ইত্যাদি পুরান থেকে পছন্দমতো আখ্যান গ্রহন করেছেন, বেশ কিছু কাহিনী নিজে সংযোজনও করছেন, বাল্মীকি রামায়নের অনুসৃতি সত্ত্বেও সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য সব মিলিয়ে কৃত্তিবাসের রামায়ন আখ্যান কাব্য তথা বাঙালি জীবনের মহাকাব্য হিসেবে স্বীকৃত।

আদিকান্ড:
আদিকান্ডে কৃত্তিবাস অধ্যাত্ম-রামায়নের কাহিনী সূত্রে বাল্মীকির প্রথম জীবনের দস্যু বৃত্তির আখ্যান বর্ননা করেছেন। চন্দ্রবংশ, সূর্যবংশ, হারীত এর রাজ্যভিষেক, একা হরিশচন্দ্রের উপাখ্যান এই কান্ডের বর্ননীয় বিষয়। 'হরিশচন্দ্র উপখ্যান' প্রধানত দেবীভাগবত পুরান অবলম্বনে রচিত। সাগর বংশের উত্থান-পতন ও গঙ্গাকে মর্ত্যে আনার মধ্য দিয়ে সাগর বংশের উদ্ধারের কথা বলা হয়েছে। সৌদাস রাজার উপাখ্যান ও দশরথের জন্মবৃত্তান্ত বর্নিত হয়েছে। রাজা দশরথের পাঁচ বছর বয়সে পিতার সিংহাসনে বসেন। পরে একে একে কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে বিবাহ করেন। কিন্তু এরা সকলেই ছিল নি:সন্তান। তাই রাজা পুনরায় সাতশ পঞ্চাশ জনকে বিবাহ করেন। এরপরেও রাজা দশরথ নি:সন্তান থাকেন। পরে ধাষ্য শৃঙ্গ মুনিকে দিয়ে যজ্ঞ করালে নারায়ন স্বয়ং অন্ধক মুনির দেওয়া যজ্ঞের ফলের মধ্যে প্রবেশ করেন। প্রধান্য তিন রানী সেই ফল ভক্ষন করলে রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষন এবং শত্রঘ্ন এর জন্ম হয়। পরে রামচন্দ্র তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করে মিথিলায় গিয়ে ধনুক ভঙ্গ করে সীতাকে বিবাহ করেন। অপর তিন ভাইয়ের বিবাহ দিয়ে অযোধ্যায় ফেরেন।

লঙ্কাকান্ড:
লঙ্কাকান্ড বীরও করুন রসের মিশ্রনে উপভোগ্য। লক্ষ্মনের শক্তিকে হনুমানের বিশল্যকরনী আনয়নের জনপ্রিয় কাহিনী বাল্মীকি রামায়নে নেই, কৃত্তিবাস অদ্ভুত রামায়ন থেকে এ কাহিনীকে গ্রহন করেছেন। কৃত্তিবাস বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম ও শক্তিধর্মের প্রভাব সম্পর্কে এর সচেতন ছিলেন। 'শমন-ভবন নাহ গমন, যে লয় রামের নাম' ইত্যাদি বাক্যে বৈষ্ণবের আদর্শে নরকে গতি লাভ করা মহাপাপীর রাম নামে মুক্তি ঘটে। লঙ্কাকান্ডে রামাবলী গায়ে দিয়ে রামের বিরুদ্ধে ভক্ত তরনী সেনের যুদ্ধ। লক্ষ্মন, বীর হনুমান বা স্বয়ং রামচন্দ্র কেউই প্রথমে পরাজিত করতে পারেন না তরনী সেনকে। একমাত্র বিভীষন জানত তরনী সেনের (পুত্রের) মৃত্যুর উপায়। বিভীষনের কথা মতো রাম ব্রহ্মবান নিক্ষেপ করে এবং তরনী সেন জয় শ্রী রাম বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বিভীষন ইন্দ্রজিৎকে বধ করার জন্য লক্ষ্মনকে নিয়ে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে। মেঘনাদ অদৃশ্য হয়ে মেঘের আড়ালে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু ব্রহ্মার বর অনুযায়ী যজ্ঞ ভঙ্গকারী লক্ষ্মনের বানে মেঘনাদের মুন্ডু ছিন্ন হয়ে যায়, বাল্মীকি রামায়নে অকালবোধনের আয়োজন করে বাঙালির শ্রেষ্ট উৎসদ শারদীয়া দূর্গাপূজার ভিত্তিভূমি রচনা করেন।

অধ্যাপক অজিত কুমার ঘোষ 'বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন 'তরনী সেন, বীরবাহু, ভস্মলোচন ইত্যাদি প্রসঙ্গ, গন্ধর্বদের সঙ্গে হনুমানের যুদ্ধ, হনুমান ও সূর্যবৃত্তান্ত, মহীরাবন ও অহীরাবন বধ, রামের দুর্গোৎসব, কালিকা স্তুতি.....অর্থাৎ লঙ্কাকান্ডের প্রায় সমগ্র শেষ অংশে সবকিছুই কৃত্তিবাসের স্বকপোল কল্পিত। কাহিনী বিয়োজন-সংযোজন-রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বাঙালির রুচি, বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রতি যে আনুগত্য দেখিয়েছেন, তাতে বাঙালি জাতি রামায়নের মধ্যে মানস মুক্তির ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছে। আখ্যান কাব্য হিসাবে কৃত্তিবাসী রামায়নের সাহিত্য মূল্য অপরিসীম।

তথ্য

১। ১৮০২-১৮০৩ খ্রী: মধ্যে উইলিয়াম কেরির উদ্যোগে শ্রীরামপুর মিশন থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ন কয়েকখন্ড সর্বপ্রথম মুদ্রিত রূপে প্রকাশ পায়।
২। কৃত্তিবাসী রামায়নের প্রকৃত নাম 'শ্রীরাম পাঁচালি'।
৩। কৃত্তিবাসের রামায়ন ৭টি কান্ড। কান্ডগুলি হল আদিকান্ড, অযোধ্যাকান্ড, অরন্যকান্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড, সুন্দরকান্ড, লঙ্কাকান্ড এবং উত্তরকান্ড।
৪। দেবী ভাগবত বর্নিত বশিষ্ট-বিশ্বামিত্রের চিরন্তন দ্বন্দের প্রেক্ষিতে রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনী গ্রহন করেছেন।
৫। কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়নের সূত্র ধরেই ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনী বর্ননা করেছেন।
৬। রাজা দিলীপের দুই বিধবা পত্নীর সমকামিতার সূত্রে ভগীরথের জন্মের কথা কৃত্তিবাসের সংযোজন।
৭। কালিকাপুরান ও বৃহদ্বর্ম পুরানের কাহিনী অবলম্বনে কৃত্তিবাসী শরৎকালীন অকালবোধের বর্ননা করেছেন।
৮। সুমেরু পর্বত থেকে গঙ্গা চারটি ধারায় প্রবাহিত হয়। বসু, ভদ্রা, শ্বেতা ও অলকানন্দা।
৯। রাজা দশরথ ভৃগুরাম মুনির কাছে শব্দভেদী বান শিক্ষা করেন।
১০। রোহিনী নক্ষত্রে শনির দৃষ্টি পড়ায় অযোধ্যা নগরে চৌদ্দ বছর অনাবৃষ্টি হয়েছিল।
১১। বালিপুত্র অঙ্গদের জন্মের নেপথ্যে দেবতেজের উল্লেখ নেই।
১২। বানরদের মন্ত্রী জাম্বুবান ও সেনাপতি নীল।
১৩। বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মনকে সুমন্ত্র দীক্ষা দান করেন। এই মন্ত্রবলে শোক, দু:খ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা জয় করে বহুকাল অনাহারে কাটানো যায়। বহুকাল অনাহারে থাকার ফলে লক্ষ্মন ইন্দ্রজিৎ নিধনে সক্ষম হয়।
১৪। তাড়কা হত্যার পর রামচন্দ্র অহল্যার তপোবনে গমন করেন এবং পাষানী অহল্যাকে পাদস্পর্শ দান করে তার পাশমুক্তি ঘটান।
১৫। পরশুরামের দর্পচূর্ন করে রামচন্দ্র তার স্বর্গপথ রুদ্ধ করে দেন।
১৬। রামচন্দ্র গরুড়কে স্মরন করায় কুশদ্বীপ থেকে এসে রাম-লক্ষ্মনকে নাগপাশ থেকে মুক্ত করে।
১৭। রামচন্দ্র গরুড়কে বর দিতে চাইলে গরুড় বংশীধারী বনমালী রূপ দর্শনের বাসনা প্রকাশ করে। রামচন্দ্র তার বাসনা পূরন করেন।
১৮। প্রথম দিনের যুদ্ধে রাবনের সহযাত্রী ছিলেন পুত্র ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্নের পুত্রদ্বয় কুম্ভ-নিকুম্ভ ও রাবনের সেনাপতি।
১৯। সুগ্রীব কুম্ভকর্নের নাসিকাবর্ন ছেদন করে।
২০। রামচন্দ্র ব্রহ্ম অস্ত্রে কুম্ভকর্নকে সংহার করেন।
২১। হনুমান দেবান্তক ও ত্রিশিরাকে হত্যা করে।
২২। হেমকূট মহাপাশকে হত্যা করে।
২৩। দ্বিতীয়বার যুদ্ধ যাত্রায় ইন্দ্রজিৎ এর বানে রাম-লক্ষ্মন মূর্ছিত হন।
২৪। ঋষ্যমূক পর্বত থেকে হনুমান বিশল্যকরনী, সুবর্নকরনী-অস্তিসঞ্চারিনী ও মৃতসঞ্জীবনী-এই চার প্রকার ঔষধ নিয়ে আসে।
২৫। বিভীষন পুত্র তরনী সেনকে রামচন্দ্র ব্রহ্মাস্ত্রে বধ করেন।
২৬। রাবন দ্বিতীয়বার যুদ্ধযাত্রা করে লক্ষ্মনকে শক্তি শেলে বিদ্ধ করেন।
২৭। বিশল্যকরনী, ফুলফল, নীলবর্ন, পাতা, পিঙ্গলবর্ন, ডাঁটা রকতডবর্ন এবং স্বরবর্ন।
২৮। হনুমাদন গন্ধমাদন পর্বতে কালনেমিকে হত্যা করে।
২৯। মন্দোদরীর অবৈধব্যের হেতু রাবনের চিন্তা অনন্তকাল ধরে জ্বলতে থাকবে।
৩০। ইন্দ্র লঙ্কার যুদ্ধে মৃত বানরদের জীবন দান করেন, সীতা উদ্ধারের জন্য নির্মিত সেতু লক্ষ্মন ভেঙে দেয়।

teachinns Teach with Technology

teachinns
Text with Technology

Sub Unit - 12

কাশীরাম দাস: মহাভারত
(আদিপর্ব, বিরাটপর্ব, ভীষ্মপর্ব)

মহাভারতের শ্রেষ্ট অনুবাদক কাশীরাম দাস। কাশীরামের আদি বাড়ি ছিল ভাগরথী তীরে অবস্থিত সিদ্ধিতে। যদিও এই সিদ্ধিকে অনেকে সিঙ্গি বলেছেন। কবির পিতা কমলাকান্ত এবং পিতামহ-সুধাকর। কৌলিক পদবী ছিল দেব। কাশীরাম দাস সম্পূর্ন কাব্য শেষ করে যেতে পারেননি। আদিপর্ব, সভাপর্ব,বন পর্ব এবং বিরাট পর্বের অনুবাদের পরই তিনি লোকান্তরিত হন।

'আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশিদাস গেলা স্বর্গপুর'।

কাশীদাসী মহাভারতে চৈতন্যপ্রভাব গভীর ভাবেই প্রকটিত হয়েছে। ভক্তিব্যাকুল ভাবনার, স্পর্শ যেমন মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে উঠেছে, তেমনি বীর রসও তাতে সমন্বিত হয়েছে। তবে তত্ত্ব কথা যথাসম্ভব বর্জন করে গাহস্থ্য জীবনলেখ্য রচনার দিকে সমধিক দৃষ্টি দিয়েছেন।

তথ্য

১। কাশীরাম দাস সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে মহাভারত অনুবাদ করেন।
২। গনেশ বন্দল দিয়ে কাশীদাসী মহাভারতের সূচনা হয়েছে।
৩। মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেব এর পিতা পরাশয় এবং জননী ধীবরকন্যা সত্যবতী।
৪। মহাভারতের কথা ঋষি বৈশম্পায়ন পরীক্ষিত পুত্র জনমেনজয়কে শুনিয়েছিলেন।

৫। ব্রহ্মার বরে অগ্নির স্পর্শে সমস্ত কিছু শুদ্ধ হয়ে যাবে।
৬। দুর্বাসার অভিশাপে লক্ষ্মী সমুদ্রে প্রবেশ করে।
৭। বিভাবসু ও সুপ্রতীক দুই মুনি কুমার ধনের ভাগ নিয়ে দ্বন্দে লিপ্ত হয়ে পরস্পরকে অভিশাপ দেয়। বিভাবসুর অভিশাপে সুপ্রতীক গজ এবং সুপ্রতীকের অভিশাপে বিভাবসু কচ্ছপ রূপ ধারন করে পুনরায় তারা বক-কচ্ছপ রূপে দ্বন্দে লিপ্ত হন।
৮। ব্রহ্মাপুত্র ধর্ম বক্ষের দশ কন্যা বিবাহ করে। তাদের নাম- কীর্তি, কক্ষী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা এবং মতি।
৯। কচ ও দেবযানী পরস্পরকে অভিশাপ দেয়।
১০। রাজা যযাতি শক্রাচার্যের অভিশাপে জরাগ্রস্ত হন। যযাতির পাঁচপুত্র।
১১। গঙ্গার আর্শীবাদে প্রতীপ শান্তনু ও বাল্মীকি দুই পুত্রের অধিকারী হন।
১২। পিতা শান্তনুর কাছ থেকে দেবব্রত ওরফে ভীস্ম ইচ্ছ্যামৃত্যু বর লাভ করে।
১৩। শান্তনুর ঔরসে ধীবর কন্যা সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্রের জন্ম হল।
১৪। মান্তব্য মুনির অভিশাপে ধর্মরাজ শূদ্রযোনি লাভ করে বিদুর রূপে জন্মগ্রহন করেন।
১৫। ভোজ বংশের কন্যা পৃথা ওরফে কুন্তীর সঙ্গে পান্ডুর বিবাহ হয়।
১৬। ধৃত রাস্ট্রের সঙ্গে যদুবংশ জাত গান্ধার রাজ সুবলের কন্যা গান্ধারীর বিবাহ হল।
১৭। ভরদ্বাজ মুনির পুত্র দ্রোন পিতার কাছে অস্ত্রবিদ্যা লাভ করেন। তিনি পিতার নির্দেশে কৃপাচার্যের ভগিনীকে বিবাহ করেন। তাদের সন্তান হল অনহ্বত্থামা।
১৮। দ্রুপদ রাজার যজ্ঞসম্ভূত পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ম। কন্যা কৃষ্ণা। পিতৃনাম দ্রৌপদী, আর যজ্ঞ থেকে উদ্ভুত বলে যাজ্ঞসেনী।
১৯। শ্রীকৃষ্ণের নিকট সত্যভামা পারিজাত প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ নন্দনকানন থেকে পারিজাত হরন করেন।
২০। খান্ডব দহনের নিমিত্ত অগ্নিদেবের সহায়তায় অর্জুন গান্ডীব ধনু লাভ করে অগ্নির রোগ দূর করেন।
২১। অর্জুনের দশটি নাম আছে। (১) ধনঞ্জয় (২) বিজয় (৩) শ্বেত বাহনক (৪) কিরীটী (৫) বীভৎসু (৬) সব্যসাচী (৭) অর্জুন
(৮) ফাল্গুনী (৯) জিষ্ণু (১০) কৃষ্ণ
২২। দ্রোনাচার্যের গুরু ছিলেন পরশুরাম।
২৩। অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে বিরাট রাজকন্যা উত্তরার বিবাহ হয়।
২৪। (১) কৃষ্ণের শঙ্খ 'পাঞ্চজন্য' (২) অর্জুনের শঙ্খ 'দেবদন্ড' (৩) ভীষ্মের শঙ্খ 'পৌনড্র' (৪) সহদেবের শঙ্খ 'মনিপুঞ্জ' (৫) নকুলের শঙ্খ 'সুঘোষ'।

teachinns Text with Technology

Sub Unit – 13 লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না

দৌলত কাজী

সপ্তদশ শতকের কবি দৌলত কাজি। চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। কবির জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক সময় জানা যায় না। পিতা মাতার পরিচয়ও অজ্ঞাত। দৌলত কাজি সুফি সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। আরাকানাজ শ্রীসুধর্মা বা থিরি-থু-থম্পার রাজত্বকালে (১৬২২ - ১৬৩৮) তাঁর সেনাপতি লস্কর-উজীর আশারফ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় 'লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না' কাব্যটি রচনা করেছিলেন। দৌলত কাজি কাব্যারম্ভে রোসঙ্গ রাজস্তুতি প্রসঙ্গে লিখেছিলেন - 'নামে শ্রীসুধর্ম রাজা ধর্ম অবতারী' কাব্যরচনা কালে শ্রীসুধর্ম রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। অর্থাৎ শ্রীসুধর্মার রাজ্যাভিষেক থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চারবছর সময়কালের মধ্যে দৌলত কাজি 'লোরচন্দ্রানী বা সতীময়না' কাব্যটি রচনা করেন।

দৌলত কাজি তাঁর কাব্যকাহিনী দুটি ভিন্ন উৎস থেকে গ্রহন করেছেন। আনুমানিক ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত মুল্লা দাউদ বা মৌলানা দাউদের অবধী হিন্দিতে রচিত 'দন্দ্রাইন' বা 'চন্দ্রায়ন'। অপর উৎসটি হল ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত মিয়া সাধনের হিন্দিকাব্য 'মৈনাসৎ'। রাজা অমাত্য আশরফ খানের নির্দেশ মতো সাধনের টেট-হিন্দিতে-চৌপাই-দোহা ছন্দে রচিত 'মৈনাসৎ' কাব্যটি সাধারনের অবোধ্য। দৌলত কাজি বাংলা ভাষার পাঁচালির ছন্দে তাকে সাধারনের সহজবোধ্য রূপে উপস্থাপন করেন। দৌলত কাজী দুটি খন্ডে কাব্যটি রচনা করেছিলেন। প্রথম খন্ডে 'লোরচন্দ্রানী' এবং দ্বিতীয় খন্ড 'সতী ময়নামতী'।

প্রথম খন্ডের কাহিনী নির্মনে মূলের চান্দা, মৈনা, বাবন প্রভৃতি নামগুলিকে বদলে দিয়েছেন কবি যথাক্রমে চন্দ্রানী, লোর, ময়না, বামন ইত্যাদি নামে। নামের মতো ঘটনাগত মিলও আছে। যোগীবেশে মন্দিরে লোরের অবস্থান, মুক্তহার ছিঁড়ে ফেলে সখীদের তা কুড়ানোয় ব্যস্ত রেখে লোর দর্শন, নিশীথে শয়নগৃহে লোর-চন্দ্রানীর গোপন মিলন, লোর-চন্দ্রানীর পলায়ন, বামন-লোরের যুদ্ধ, সর্পদংশনে চন্দ্রানীর মৃত্যু ও দৈবযোগে পুর্ণজীবন লাভ ইত্যাদি ঘটনার হুবহু সাদৃশ্য মেলে।

দ্বিতীয় খন্ডে ময়নার সঙ্গে লোরচন্দ্রানীর মিলন শিল্পসম্ভব হয়ে উঠেছে। এই খন্ডে দৌলত কাজি মূলত সাধনের মৈনাসৎ কাব্যের অনুসরন করেছেন। দৌলত কাজি ময়নাকে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ন করে গৌরবের আসন দান করেছেন। দৌলত কাজি তাঁর গ্রন্থটি অসম্পূর্ন রেখে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ রচনার পর দেহত্যাগ করলে পরে এ কাব্যের বাকি এক-তৃতীয়াংশ সৈয়দ আলাওল সমাপ্ত করেন। কবিত্বশক্তির গুনে দৌলত কাজি আলাওলের থেকে অগ্রগন্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দু কবিরা দেব-দেবীকে নিয়ে কাব্য রচনা করতেন। কিন্তু দৌলত কাজি নর-নারীকে অবলম্বন করে তার কাহিনী রচনা করেন যা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথাকে ভেঙ্গে দেয়।

teachinns Text with Technology

তথ্য

১. সপ্তদশ শতকের আরাকান রাজসভার দুজন শ্রেষ্ঠ কবি হলেন দৌলত কাজি এবং সৈয়দ আলাওল।

২. আসরফ খাঁ দৌলত কাজিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন -

টেট চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে।
না বুঝে গোহারি ভাষা কোনো কোনো জনে।
দেশী ভাবে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে ।।

৩. মোল্লা দাউদের 'চন্দ্রাইন' ও মিয়া সাধনের হিন্দীকাব্য 'মৈনাসৎ' থেকে কাহিনী গ্রহন ভাষার পাঁচালির ছন্দে সহজবোধ্য রূপে উপস্থাপন করেন।

৪. কাব্যের শুরুতে দৌলত কাজি বিসমিল্লা অর রহমান রহিম আল্লাহ করিমকে বন্দনা করে লোরচন্দ্রানী কাব্য শুরু করেছেন।

৫. কর্ণফুলী নদীর পূর্বদিকে রোসাঙ্গনগর অবস্থিত।

৬. দৌলত কাজি সূফী শাখার অন্তর্গত চিশতী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।

৭. রাজা লোর রাজ্যপাট মহাদেবীর হাতে সমর্পন করে কানন বিহারে গমন করেন।

৮. গোহারি রাজ্যের সূর্যবংশীয় রাজা মোহরা রানী মহাদেবী। তার কন্যা চন্দ্রানী এবং জামাতা বামন।

৯. বামন বীর কিন্তু নপুংসক।

১০. চন্দ্রনীর সহচরীর নাম বুদ্ধিশিখা।

১১. লোর বামনকে ব্রহ্মশয়ের দ্বারা হত্যা করে।

১২. লোরের সারথি ও সখা হল মিত্রকন্ট।
১৩. সর্পাঘতে চন্দ্রানীর প্রান বিয়োগ ঘটে।
১৪. একজন পরম যোগী মৃত সঞ্জীবনী শর্ত সাপেক্ষে চন্দ্রানীর প্রান দান করেন। শর্তটি হল দ্বাদশ বৎসর তাকে 'নারীদায় হয়ে থাকতে হবে' ।
১৫. সৃঞ্জয় রাজার কন্যা নবশশীর রূপে মুগ্ধ হয়ে ঋষি অঙ্গীরা মনে মনে তাকে কামনা করে। এরপর নারদ এসে সরাসরি রাজার
কাছে তার কন্যার পানিগ্রহনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজা নারদের হাতে কন্যাকে সমর্পন করলে অঙ্গীরা ক্ষুন্ন হন।
১৬. ছাতনা কুমার ময়নার রূপে মুগ্ধ হয়ে রত্নামালিনিকে ময়নার মন ভোলানোর জন্য প্রেরন করে।
১৭. মালিনীর কন্টে স্বামী বিহনে ময়নার দুঃখের বারমাস্যা বর্নিত হয়েছে।
১৮. ময়নার বারমাস্যা আষাঢ় মাসের বর্ণণা দিয়ে শুরু জ্যৈষ্ঠ মাসের বর্ণণা অসমাপ্ত রেখে দৌলত কাজি পরলোক গমন করেন।
১৯. আলাওল পরবর্তী অংশ রচনা করেন। তিনি উপেন্দ্রবজ্রা - রতন কলিকা - আনন্দবর্মা উপখ্যান ও প্রচন্ডতপন চন্দ্রপ্রভার কাহিনী সংযোজন করেন। কাহিনী দুটি আলাওলের নিজস্ব ভাবনায় রচিত।
২০. ময়নার বিরহ ব্যাথা উপশমের জন্য তার সখী উপেন্দ্রদেবী - রতনকলিকা - আনন্দবর্মা উপাখ্যানটি শুনিয়েছেন।
২১. লোর-চন্দ্রানীর পুত্র প্রচন্ডতপনের চন্দ্রপ্রভার বিবাহ দিয়ে তার হাতে গোহারির রাজ্যসভার অর্পণ করে লোর চন্দ্রানীসহ নিজ
রাজ্যে ফিরে এলে ময়নাবতীর সঙ্গে তাদের মিলন হয়

teachinns Text with Technology

চরিত্র

পুরুষ চরিত্র ঃ-

- লোরক - কাব্যের নায়ক।
- মোহরা - চন্দ্রানীর পিতা (গোহারী দেশের রাজা)।
- ব্রাহ্মন ভারতী - ময়নামতীর দূত।
- বামন - চন্দ্রানীর স্বামী।
- প্রচন্ড তপন - লোরচন্দ্রানীর পুত্র।
- শূদ্র সেন - মানিকাপুরের রাজা।
- নরেন্দ্র - ছাতন কুমারের পিতা।
- ছাতনকুমার - রাজা নরেন্দ্রর পুত্র।
- উপেন্দ্র দেব - ধর্মবতী রাজ্যের রাজা।
- আনন্দবর্ম - উপেন্দ্রদেব এবং রতন কলিকার পুত্র।
- কালকেতু - রত্নপুরের রাজপুত্র।
- মিত্রকন্ট - লোরকের সারথি।

নারী চরিত্র ঃ-

- চন্দ্রানী - বামনের স্ত্রী।
- ময়নামতী - লোরকের স্ত্রী।

- সুরজ্ঞনা - চন্দ্রানীর ধাঞি।
- রত্নমালিনী - ছাতন কুমারের দূতী।
- ব্রাহ্মন ভারতী - ময়নামতীর দূত।
- চন্দ্রপ্রভা - শূদ্রসেনের কন্যা।
- রতনকলিকা - উপেন্দ্রদেবের স্ত্রী।
- মদনমঞ্জরী - আনন্দবর্মের স্ত্রী।

Sub Unit – 14 পদ্মাবতী - সৈয়দ আলাওল

সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে চিতোরের রাজা রত্নসেনের বিবাহ এই কাব্যের মূল বিষয় এ ছাড়া এই বিবাহে শুকপাখির ভূমিকা। রত্নসেনের প্রথমা স্ত্রী নাগমতীর দুঃখ, রত্নসেনের চিতোর প্রত্যাবর্তন, আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমন, রত্নসেনের মৃত্যু, নাগমতী - পদ্মাবতীর সহমরন ইত্যাদি ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে 'পদ্মাবতী' কাব্যটির রচনা হয়েছে।

তথ্য

১. কবি সৈয়দ আলাওল সপ্তদশ শতকে ফতেয়াবাদ বা ফরিদপুরের অন্তর্গত জালালপুরে জন্মগ্রহন করেন।

২. আলাওল পিতার সঙ্গে জলপথে পর্যটনকালে জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হলে পিতার জীবননাশ ঘটে এবং আলাওল আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়ে আরকান বা রোসাঙ্গে এসে উপস্থিত হন।

৩. আরাকান রাজসভায় তিনি প্রথমে অশ্বারোহী রূপে সৈন্যদলে যোগদান করেন।

৪. আলাওলের পান্ডিত্য ও সঙ্গীত নৈপুন্যে মুগ্ধ হয়ে রাজ - আমাত্য মাগন ঠাকুর তাঁকে আমত্যসভায় নিয়ে আসেন।

৫. মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় থদোমিন্তারের রাজত্বকালে (১৬৪৫ - ১৬৫২) আলাওল মালিক মহম্মদ জায়সীর হিন্দিকাব্য 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন।

৬. পদ্মাবতী'ই আলাওলের প্রথম রচনা।

৭. আলাওল সূফি ধর্মাবলম্বী - কাদিরি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

৮. বহুভাষাবিদ, শাস্ত্রজ্ঞানি, সাহিত্যরসিক মাগনঠাকুর উদারচেতা মানুষ ছিলেন।

৯. আলাওল জায়সীর কাব্যের হুবহু অনুবাদ করেননি। আলাওল ও জায়সী কারো কব্যে খন্ডবিভাগ ছিল না।
১০. গ্রীয়ার্সন ও রামচন্দ্র শুক্লা সম্পদানকালে খন্ডবিভাগ করেছিলেন।
১১. জায়সীর কাব্যের ৫৮ টি খন্ডের মধ্যে আলাওল ৫৩ টি খন্ড অনুবাদ করেন। বাকি পাঁচটি সাতসমুদ্র খন্ড, নাগমতি পদ্মাবতী
বিবাদ খন্ড, স্ত্রীভেদ খন্ড, বাদসাহ ভোজ খন্ড ও উপসংহার খন্ড বর্জন করেছেন।
১২. স্বকপোলকল্পিত চারটি খন্ড যথা চৌগান খন্ড, শাস্ত্রতত্ত্ব যন্ড, পদ্মাবতী - কপাটদৌত্য খন্ড সংযোজন করেছেন।
১৩. পদ্মাবতীর দ্বিতীয় খন্ডে ইতিহাসের ছায়াপাত আছে।
১৪. সিংহলের রাজা হলেন গন্বর্ব সেন। রানী চম্পাবতী। রাজকন্যা পদ্মাবতী।
১৫. মান সরোবরে পদ্মাবতী সখীদের সঙ্গে নিয়ে জলক্রীড়া করতে গেলে সেই সুযোগে শুকপাখি উড়ে যায়।
১৬. ব্যাধের কাছে ধরা পড়লে তার কাছ থেকে চিতোরের এক ব্যবসায়ী মহাজ্ঞানী শুককে ক্রয় করে।
১৭. চিতোরের রাজা চিত্রসেনের পুত্র রত্নসেন শুকের গুনপনার বর্ননা শুনে লক্ষ টাকার বিনিময়ে শুক পাখিটিকে ক্রয় করেন।
১৮. এই শুকপাখির নাম হীরমন।
১৯. চিতোরের রানী নাগমতী শুকের কাছ থেকে তার সুন্দরী সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতীর রূপের প্রশংসা শুনে তাকে মেরে ফেলার নির্দেশ দিল।
২০. বুদ্ধিমতি ধাঞি রানীর কথা মতো শুককে না হত্যা করে লুকিয়ে রাখে। রাজা মৃগয়া থেকে ফিরে এসে শুকের কথা জিজ্ঞাসা
করলে দাসী হীরামনকে রাজার কাছে নিয়ে আসে। হীরামনের কাছে সমস্ত ঘটনার বিবরন শুনে রত্নসেন শুককে নিয়ে যোগীবেশে পদ্মাবতীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।
২১. নবশিখ খন্ডের অপর নাম পদ্মাবতী রূপবর্নন খন্ড।
২২. রাজা রত্নসেনের সঙ্গে ষোল হাজার কুমার যোগীবেশে তার সহযাত্রী হয়েছিল।
২৩. বসন্ত পঞ্চমীর দিনে পদ্মাবতী মহাদেবের মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। সেই মন্দিরে যোগী রত্নসেন পদ্মাবতীর দর্শন অভিলাষে
জপতপ করতে থাকেন।
২৪. হর পার্বতী ভাট ও ভাটিনীর ছদ্মবেশে রাজা গন্ধর্ব সেনকে রত্নসেনের প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাপন করে পদ্মাবতীর সঙ্গে বিবাহের
পরামর্শ দেন।
২৫. মূর্ছিতা পদ্মাবতীকে সমুদ্রকন্যা লক্ষী উদ্ধার করে তার প্রান সঞ্চার করেন।
২৬. সমুদ্র স্বয়ং ব্রাহ্মনের বেশ ধারন করে রত্নসেনকে উদ্ধার করে পদ্মাবতীর কাছে নিয়ে আসেন।
২৭. রাজা সমুদ্রের কল্যানে ধন-সম্পদ লোক-লস্কর সমস্তই ফেরত পেয়ে চিতোর যাত্রা করলেন।
২৮. অল্পদিনের মধ্যেই রত্নসেন প্রানত্যাগ করেন। তাঁর দুই রানী নাগমতি ও পদ্মাবতী তার সহমৃতী হন।

উদ্ধৃতি

১. "কৃতবর্নের মতো জায়সী তাঁহার কাব্য বাঙ্গলা দেশে থাকিয়া লিখেন নাই, একথা জোর করিয়া বলা চলে না। বরং আলাওলের
অনুবাদ হইতে এই ধারনায় হয় যে বাঙ্গলা দেশেই পদুমাবৎ কাব্যের প্রথম প্রচার হইয়াছিল।"
(ডঃ সুকুমার সেন)
২. "জায়সী মূলত অধ্যাত্মরসের কবি, সুফিতত্ত্ব ব্যাখার জন্য পদমাবতে রূপক কাব্যের ধারা অনুসরন করিয়াছিল এবং পরিশেষে
রূপক ভাঙিয়া মানবজীবনের পরিনাম দেখাইয়াছেন। আলাওল মুফীমার্গের কবি হইলেও নিছক ধর্মীয় রূপক হিসেবে এ কাব্য
রচনা করেন নাই। বিশুদ্ধ মর্ত্য প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া কবি এই আখ্যান অনুবাদে অগ্রসর হইয়াছেন।"
(ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়)

Sub Unit – 15 শাক্ত পদাবলী

রামপ্রসাদ সেন , কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

প্রাচীন যুগ থেকে অর্থাৎ সাহিত্য সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য ছিল মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর স্থান সবার উপরে। মঙ্গলকাব্য অনুবাদ - পাঁচালি এবং শাক্তপদাবলী গড়ে উঠলেও শাক্ত পদাবলী তার আপন শ্রেষ্ঠত্ব স্ব-মহিমায় দীপ্যমান ছিল। শক্তি অর্থাৎ উমা-পার্বতী-দূর্গা-কালিকাকে নিয়ে যে গান রচনা করা হয় তাই শাক্তগান। শাক্তপদাবলী হল মাতৃমহিমাবাচক ও মাতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনাবাচক পদসমষ্টি।

শাক্তকবিরা বাস্তব জীবনের ঘনিষ্ট এবং সাধারন মানুষ হওয়ার বিপন্ন অস্তিত্বের তাড়নাতেই শাক্তগীতি বা শাক্তপদাবলী রচনা করেন। আগমনী ও বিজয়ার কিছু গান উমার বাল্যলীলা এবং হর পার্বতীর কাহিনী নিয়ে নির্মিত - যার শ্রেষ্ঠ অংশের নাম 'আগমনি' ও 'বিজয়া' গান।

রামপ্রসাদ সেন - কবি রামপ্রসাদ সেন শাক্তগীতিকারদের মধ্যে অন্যতম। রামপ্রসাদের জীবনী সংগ্রাহক ঈশ্বরগুপ্তের মতে রামপ্রসাদ সেন ১৭২০ - ১১ খ্রিস্টাব্দে হালিশহরে জন্মগ্রহন করেন। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। একাধারে তিনি সাধক ভক্ত কবি, অন্যদিকে গায়ক, তাঁর সাদামাটা সুর, 'প্রসাদি সুর' নামে খ্যাত। রামপ্রসাদ 'কবিরঞ্জন' উপাধি লাভ করেছিলেন। রামপ্রসাদের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টিগুলি হল - 'কালীকীর্তন', 'কৃষ্ণকীর্তন' নামে একটি অসমাপ্ত রচনা, 'কালিকামঙ্গল' বা 'কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি। রামপ্রসাদের একটি ছোট কবিতা 'সীতাবিলাপ' এবং 'শিবসঙ্কীর্তন' নামে আরও বইও পাওয়া যায়। তবে তাঁর সাধনসঙ্গীত বা পদাবলী রচনাতেই বিপুল জনপ্রিয়তা। বর্তমানে প্রায় তিনশোটির মত তাঁর পদাবলির সংখ্যা। রামপ্রসাদের গান সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যখন মন্তব্য করেন -
"ইহার তুল্য বঙ্গভাষা - ভাষিত গীতরত্ন এ পর্যন্ত কোন কবি কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই" - তখন তা যথার্থইবলে মনে হয়।

শাক্তপদাবলী কমলাকান্ত ভট্টাচার্য - রামপ্রসাদের শাক্ত পদাবলী ধারার উত্তর সাধক কমলাকান্ত। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য জন্মগ্রহন করেন বর্ধমান জেলার অর্ন্তগত অম্বিকা কালনা গ্রামে। পিতার নাম মহেশ্বর। মাতার নাম মহামায়া। বর্ধমানের রাজারা তাঁকে শুধুমাত্র সভাকবি করেননি, তাঁকে গুরু বলেও মেনেছিলেন। কমলাকান্ত তাঁর মাতুলালয় চান্না গ্রামে 'বিশালক্ষী দেবী'র মন্দিরে কালিকানন্দ ব্রহ্মাচারীর কাছে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা নেন। কমলাকান্ত 'সাধকরঞ্জন' নামে একখানি গ্রন্থ এবং কিছু বিশুদ্ধ বৈষ্ণব কবিতাও লেখেন। যা - 'কৃষ্ণসংগীত' নামে অভিহিত। বর্ধমানের রাজা তেজশ্চন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে কোটালহাট গ্রামে কমলাকান্তের গৃহ ও কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ধমানের রাজবাটী প্রকাশিত কমলাকন্তের পদাবলী সংগ্রহে মোট ২৬৯ টি পদ ছিল। যার মধ্যে ২৪৫ টি শ্যামবিষয়ক এবং ২৪ টি বৈষ্ণবভাবাপন্ন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। কমলাকান্তের 'আগমনি' ও 'বিজয়া'র পদগুলি বিশেষ প্রশংসিত। বিশেষ করে কেউ কেউ 'আগমনি' পর্যায়ে কমলাকান্তকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসন দান করতে চান।

পদের সংখ্যা	পদকার	পদ	পর্যায়
১.	রামপ্রসাদ সেন	গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না	আগমনি
২.	রামপ্রসাদ সেন	গিরিবর, আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে।	বাল্যলীলা
৩.	রামপ্রসাদ সেন	ওগো রানি, নগবে কোলাহল, উট চল চল নন্দিনী নিকটে তোমার গো।	আগমনি
৪.	রামপ্রসাদ সেন	ওহে প্রাননাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার	বিজয়া
৫.	রামপ্রসাদ সেন	আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।	আগমনি
৬.	রামপ্রসাদ সেন	ভবের আশা খেলব পাশা বড়ই আশা মনে ছিল।	ভক্তের আকুতি
৭.	রামপ্রসাদ সেন	আমি তাই অভিমান করি, আমায় করেছ গো মা সংসারী	ভক্তের আকুতি
৮.	রামপ্রসাদ সেন	মাগো তারা, ও শঙ্করি। কোন অবিচারে আমার ঔপর করলে দুঃখের ডিক্রী জারি	ভক্তের আকুতি
৯.	রামপ্রসাদ সেন	বল মা তারা দাঁড়াই কোথা আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা	ভক্তের আকুতি
১০.	রামপ্রসাদ সেন	আমায় দেও মা তবিলদারী আমি নিমকহারাম নি শঙ্করী	ভক্তের আকুতি
১১.	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে! গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে।	আগমনী

১২.	কমলাকান্ত ভট্টচার্য	ওহে গিরিরাজ, গৌরী অভিমান করেছে	আগমনী
১৩.	কমলাকান্ত ভট্টচার্য	বারে বারে কহ রানি, গৌরী আনিবারে। জানতো জামাতার রীত অবশেষ প্রকারে।	আগমনী
১৪.	কমলাকান্ত ভট্টচার্য	ওরে নবমী নিশি, না হইও রে অবসান শুনেছি দারুন তুমি, না রাখ সতের মান	বিজয়া
১৫.	কমলাকান্ত ভট্টচার্য	কি হল, নবমী নিশি হইল অবসান গো	বিজয়া
১৬.	কমলাকান্ত ভট্টচার্য	ফিরে চাওগো উমা, তোমার বিধি মুখ হেরি অভাগিনী মায়েরে বধিয়া কোথা যাও গো	বিজয়া
১৭.	কমলাকান্ত ভট্টচার্য	জানি জানি গো জননী, যেমন পাষাণের মেয়ে।	বিজয়া

মন্তব্য

''রামপ্রসাদ জীবনপ্রেমিক অথচ উদাসীন, তিনি গৃহী অথচ ত্যাগী, তিনি ভোগী অথচ যোগী। তান্ত্রিক সাধনার এই বিচিত্র সমন্বয়ের মর্মবাণীই তাঁহার কবিতার মর্মবাণী।'' (শাক্ত পদাবলি ও শক্তি সাধনার - জাহ্নবী চক্রবর্তী)

''আশ্বিন মাসের ঝরা শিউলি ফুলের মতো এই যে মাতৃমিলনের প্রত্যাশায় বালিকা বধূদের চক্ষুজল দিনরাত্রি ঝরিতে, সেই সকল আগমনী গান সেই সকল অশ্রু-রচিত হার, উহা তৎকালীন ---- বঙ্গজীবনের জীবন্ত বিচ্ছেদ রসে পুষ্ট।'' (দীনেশচন্দ্র সেন; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

''রামপ্রসাদ জগ্গননীর চরণে কেবল সাধনার বিল্বপত্রই অর্পন করেননি, বেদনার রসসে বাৎসল্যের তর্পন করেছেন।'' (অরুনকুমার বসু : শাক্তগীতি পদাবলী)

Sub Unit – 16 ময়মনসিংহ গীতিকা

মহুয়া পালা, দস্যু কেনারামের পালা

পল্লী গরামে লুকিয়ে থাকা সাহিত্য সংগ্রহে একদা ব্রতী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ময়মনসিংহ থেকে যেসব গাঁথা সংগ্রহ করা হয়েছে, তাতে সহজেই বেজে উঠেছে বিশ্ব সাহিত্যের সুর।

প্রথমত - এগুলি বাংলা ভাষায় রচিত,

দ্বিতীয়ত - বঙ্গদেশের ময়মনসিংহ নামক অঞ্চলে এগুলি পাওয়া যায়।

তৃতীয়ত - গীতিকা গুলির রচয়িতা হিসাবে যাঁদের নাম পাওয়া গেছে, তাঁরা বাঙালি কবি। বাঙালির জীবন ও মূল্যবোধ গীতিকা গুলিতে ফুটে উঠেছে।

ময়মনসিংহ গীতিকা গুলিতে কবির নাম পাওয়া গেলেও লোক সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত। ময়মনসিংহ গীতিকা সরল আন্তরিকতা, পল্লীর মেঠো সুর ও প্রেমের মাধুর্যগুন রূপায়নে রসিক সমাজে কাছে অভূতপূর্ব সমাদর অর্জন করেছে। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ গীতিকা নামে মূল গাঁথাগুলির সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। এগুলি সংগ্রহ করেছিলেন ময়মনসিংহ আধিবাসী কবি চন্দ্রকুমার দে। প্রাক্ আধুনিক বাংলা সাহিত্য ধর্ম নির্ধর সাহিত্য। ময়মনসিংহ গীতিকাগুলি অসাধারন ব্যতিক্রম। এগুলি মূলত প্রনয়মূলক। সঠিক কাল নির্ণয়ের অভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এর স্থান নির্দিষ্ট করা না গেলেও বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, সন্দেহ নেই।

মহুয়া পালা:

'মহুয়া' পালাটি দ্বিজ কানাই রচনা করেন। দ্বিজ কানাই জনশ্রুতি অনুযায়ী নমশূদ্ধ ব্রাহ্মন বলে খ্যাত। 'মহুয়া' পালাটি নাটকীয় ও ঘনোবহুল। ডাকাত সর্দার হুমরা বেদে তার দলবল নিয়ে দেশ ভ্রমন করতে করতে ধেনু নদীর তীরে কঞ্চনপুর গ্রামে উপস্থিত হয়। সেখানে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মনের ছয় মাসের শিশু কন্যাকে চুরি করে। তার নামকরন করা হয় 'মহুয়া সুন্দরী'। তারপর একদিন ষোড়শী মহুয়াকে নিয়ে হুমরার দল গারো পাহাড় সংলগ্ন বনভূমি ত্যাগ করে বামনকান্দা গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এখানেই নদ্যা বা নদের চাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে মহুয়ার প্রনয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হুমরা বেদের কানে এই খবর পৌছলে তিনি বামনকান্দা ছেড়ে যাওয়ার সংকল্প করেন। মহুয়া প্রেমিকের কাছে বিদায় নিয়ে তার ঠিকানা দিয়ে অতিথি হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। নদ্যার চাঁদ তীর্থভ্রমনের অছিলায় গভীররাতে গৃহত্যাগী হয়। ছয় মাস অন্বেষনের পর মহুয়ার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। হুমরা বেদের সজাগ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যাওয়া মহুয়া নদ্যার চাঁদকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে তাকে নিয়ে পলায়ন করে। কিন্তু দুজনের সামনে উপস্থিত হল নানা বিপর্যয় ও সমস্যা। এক সাধুর নৌকায় চড়ে নদী পেরোতে গিয়ে সাধু নদ্যার চাঁদকে কৌশলে নদীবক্ষে নিক্ষেপ করে মহুয়াকে আয়ত্তে আনতে চাইল। মহুয়া তক্ষকের বিষমিশ্রিত পান খাইয়ে সাধুকে হত্যা করে নদের চাঁদের সন্ধান পান এক সন্ন্যাসীর সহযোগিতায় নদের দের চাঁদ পুনরজ্জীবিত হলে সন্ন্যাসীর লোলুপ দৃষ্টি থেকে বাঁচার তাগিদে মহুয়া নদের চাঁদকে নিয়ে পালিয়ে যায় স্বামীকে সুস্থ করে ছয় মাস সুখে দিন অতিবাহিত করতে না করতেই হুমরা বেদের কাছে ধরা পড়ে যায়। হুমরা মহুয়া কে বিষছুরি দিয়ে নদ্যার চাঁদকে হত্যা করে পালকতপুত্র সুজনকে বিবাহের নির্দেশ দেয়।নিরুপায় ও অসহায় মহুয়া শেষপর্যন্ত আত্মঘাতিনী হয় এবং

হুমরার দল নদ্যার চাঁদকে হত্যা করে। মৃতদেহ দুটিকে সমাধিস্থ করলে মত্যুর পরপারে তারা বঞ্চিত সান্নিধ্য লাভ করল। আর পালং সই দীপ জ্বেলে সেই অমর প্রেমকে শ্রদ্ধা জানাতে সেখানেই থেকে গেল।

দস্যু কেনারামের পালা:

দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী 'দস্যু কেনারামে পালা'টি রচনা করেন। এই গীতিকাটিতে এক দুর্দান্ত প্রকৃতি নরঘাতক দস্যু কেনারামের হৃদয় পরিবর্তনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীতে অপুত্রক খেলারাম ও যশোধারা মনসার বরে পুত্র সন্তান লাভ করেন। যশোধারার অকাল প্রয়াণের পর খেলারাম এক বছরবয়সী শিশুপুত্র কেনারামকে মাতুলালয়ে রেখে তীর্থভ্রমনে চলে যান। মামীর কাছেই কেনারাম বড় হচ্ছিল কিন্তু আকাল উপস্থিত হলে মাত্র পাঁচ কাটা ধানের বিনিময়ে মামা হালুয়ার কাছে কেনারামকে বিক্রি করে দেয়। হালুয়া ডাকাত সর্দার। তার সাতটি পুত্র দুর্ধর্ষ ডাকাত। কেনারমও তাদের পদাঙ্ক আনুসরণ করে দুর্ধর্ষ ডাকাত হয়ে ওঠে। ঘটনাচক্রে দ্বিজ বংশীদাসের সঙ্গে কেনারামের সাক্ষাৎ ঘটে। বংশীদাসের কণ্ঠে মনসার ভাসান গান শুনে মুগ্ধ হয় এবং তার কাছে পাপের পরিনতির কথা শুনে কেনারামের আমূল পরিবর্তন ঘটে। সে বংশীদাশের কাছে দীক্ষিত হয়ে মনসামঙ্গল গান গেয়ে ভিক্ষা করে জীবিকার্জন করে। ডাকাতি করে উপার্জিত সমস্ত সম্পদ সে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। দেবতার বরে জন্ম নিলেও কেনারাম দৈবশক্তির অধিকারী নয়, দস্যুদের মধ্যে বড় হলেও দস্যুবৃত্তি তার জন্মগত ছিল না। তাই মহত্মার সাহচর্যে শুভবুদ্ধির উদয়ের মধ্যদিয়ে কেনারামের মানসপরিবর্তন শিল্পসার্থক হয়ে উঠেছে।

তথ্য

১। 'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার পালা, সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে কে প্রতিষ্টার আলোয় নিয়ে আসেন।
২। দীনেশচন্দ্র সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে চন্দ্রকুমার দে কে লোকসঙ্গীত সাংগ্রহক রূপে নিযুক্ত করেন।
৩। চন্দ্রকুমার দে মহুয়া, মলুয়া চন্দ্রাবতী প্রভৃতি ২৪ টি পালা সংগ্রহ করেছিলেন।
৪। বাকি ১৪ টি পালা নিয়ে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' ২য় খন্ড রূপে প্রকাশিত হয়।
৫। দ্বিজ কানাই প্রনীত 'মহিয়া' পালাটিই আদর্শ গীতিকা রূপে বিবেচিত হয়।
৬। 'মহুয়া' গীতিকাটি মোট ২৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।
৭। 'দস্যু কেনারামের পালা' গীতিকাটির রচয়িতা দ্বিজ বংশীসুতা চন্দ্রাবতী।
৮। 'দস্যু কেনারামের পালা' র -মোট ছত্র ১০৫৪ টি। অধিকাংশই মনসা দেবীর গান।

teachinns Text with Technology

Previous Year Question

NET - JUNE - 2015

১। প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকা থেকে চর্যাকারের নাম ও গুরু সম্পর্কিত উক্তির সামঞ্জস্যবিধান করে প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত কর।

প্রথম তালিকা	দ্বিতীয় তালিকা
a) লুই পাদ	i) গুরু বোল সে সীস কাল।
b) ডোম্বী পাদ	ii) সদগুরু বোহে করিহসো নিচ্চল।
c) কাহ্ন পাদ	iii) গুরু পুচ্ছিঅ জন।
d) ভুসুকু পাদ	iv) সদগুরু পাঅপএঁ পুনু জিনউরা।

সংকেত :-	a	b	c	d
ক)	i	ii	iv	iii
খ)	iii	iv	i	ii
গ)	iii	i	ii	iv
ঘ)	ii	iii	iv	i

NET - JUNE - 2016

২। চর্যাগীতি অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্দেশ কর।
মন্তব্য - হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাগীতিগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হয়েছিল।
যুক্তি - কেননা তূর্কী আক্রমনের পরবর্তীকালের ভাষার কোন ছাপ তার মধ্যেনেই।

সংকেত :-

ক) মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই শুদ্ধ।
খ) মন্তবা শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ।
গ) মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই অশুদ্ধ।
ঘ) মন্তব্য অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ।

NET - JUNE - 2019

৩। চর্যাগীতির মুনিদত্তকৃত সংস্কৃত টীকার বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায় যে গ্রন্থে।
ক) চর্যাগীতিকোষ।
খ) চর্যাগীতি পদাবলী।

গ) চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা।
ঘ) চর্যাগীতি পরিক্রম।

SET – 2017

৪। সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কে অভিহিত করেছিলেন।
ক) নাটগীত শ্রেনীর গীতিকাব্য।
খ) গীতিনাট্য শ্রেনির গীতিকাব্য।
গ) রাখালিয়া রীতির কাব্য।
ঘ) তালঙ্কারসিদ্ধ গীতিকাব্য।

NET - JUNE - 2019

৫। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হল। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ?
মন্তব্য - একে দেহে মোর হত্র বিকার।
যুক্তি - কেননা আসার দেখীলো সব সংসার।
ক) মন্তব্য শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ।
খ) মন্তব্য অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ।
গ) মন্তব্য ও যুক্তি দুই শুদ্ধ।
ঘ) মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই অশুদ্ধ।

teachinns Text with Technology

NET - DEC – 2015

৬। নীচের দুটি তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্দেশ কর।

প্রথম তালিকা	দ্বিতীয় তালিকা
a) হরি বিসরল বাহর গেহ	i) বিপ্রলম্ভা ।
b) নয়ন কাজল তুঅ অধর চোরাত্তল	ii) কলহান্তরিতা।
c) রোখে দেখিলুঁ পিয়া বিনি অপরাধে	iii) উৎকন্টিতা।
d) কি কাজ কুসুমশয্যা কুসুমচন্দন	iv) খন্ডিতা।

সংকেত :-	a	b	c	d
ক)	iii	iv	ii	i
খ)	ii	iii	iv	i
গ)	iii	iv	i	ii
ঘ)	iv	i	iii	ii

NET - JUNE – 2019

৭। দুটি তালিকায় বৈষ্ণব পদাবলীর চারজন কবির নাম ও পদের অংশবিশেষ প্রদত্ত হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্যবিধান করে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো।

প্রথম তালিকা	**দ্বিতীয় তালিকা**
a) চন্ডীদাস	i) কোকিল ময়ূর কান্দে যত মৃগ পলু।
b) জ্ঞানদাস	ii) যাঁহা যাঁহা অরুন - চরন চল চলই।
c) গোবিন্দদাস	iii) জল বিনে মীন যেন কবহু না জীয়ে।
d) বলরামদাস	iv) ঘরের যতেক সব করে কানাকানি।

সংকেত :-	**a**	**b**	**c**	**d**
ক)	i	iii	ii	iv
খ)	ii	iv	iii	i
গ)	iii	iv	ii	i
ঘ)	iv	ii	i	iii

NET - JUNE – 2019

৮। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গলকাব্যের পাঠ্য অংশ থেকে একটি মন্তব্য ও তার সনর্থনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। সংকেত থেকে তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো।

মন্তব্য - এমন বলিয়া সাধু করে অত্মঘাতী, অজয়ের জলে ঝাঁপ দিল ধনপতি।, যেই ক্ষনে সদাগর ঝাঁপ দিল নীরে। আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে শ্রীমন্তের শিরে।

যুক্তি - শ্রীমন্ত চিন্তিল তথা চন্ডীর চরন বিষম সঙ্কট মাতা করহ রক্ষন।

সংকেত :-

ক) মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই শুদ্ধ।

খ) মন্তব্য অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ।

গ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই অশুদ্ধ।

ঘ) মন্তব্য শুদ্ধ কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ।

teachinns Text with Technology

NET - JUNE - 2016

৯। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল অনুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকার যথাক্রমে কয়েকটি ব্যক্তিনাম দেওয়া হল। প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত কর।

প্রথম তালিকা	দ্বিতীয় তালিকা
a) রামগোপাল	i) কৃষ্ণচন্দ্রের ভগিনীপতি।
b) বলরাম	ii) কৃষ্ণচন্দ্রের ভাগিনা।
c) সদাশিব	iii) কৃষ্ণচন্দ্রের পিসেমশাই।
d) শ্যামসুন্দর	iv) কৃষ্ণচন্দ্রের জামাতা।

সংকেত :-	a	b	c	d
ক)	ii	iii	i	iv
খ)	iv	i	ii	iii
গ)	iii	ii	iv	i
ঘ)	i	iv	iii	ii

NET - JUNE – 2019

১০। অন্নদামঙ্গলকাব্যের প্রথম খন্ডে সভাবর্নন অধ্যায়ের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্রদের জ্যেষ্ঠাদি ক্রম রক্ষা করে শুদ্ধ উত্তরটি চিহ্নিত কর।

ক) মহেশচন্দ্র > ভৈরবচন্দ্র > হরচন্দ্র > শিবচন্দ্র।

খ) শিবচন্দ্র > হরচন্দ্র > মহেশচন্দ্র > ভৈরবচন্দ্র।

গ) শিবচন্দ্র > ভৈরবন্দ্র > হরচন্দ্র > মহেশচন্দ্র।

ঘ) হরচন্দ্র > শিবচন্দ্র > মহেশচন্দ্র > ভৈরবচন্দ্র।

teachinns Text with Technology

১১। ‘মানুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থধন্য বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা চৈতন্য’ -
বৃন্দাবনদাস সম্পর্কে এই প্রশংসা করেছেন।

ক) কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

খ) শ্রী নিত্যানন্দ।

গ) মুরারি গুপ্ত।

ঘ) স্বরূপ দামোদর।

NET - JUNE – 2019

১২। চৈতন্যভাগবতের আদি খন্ডের অষ্টম অধ্যায় থেকে একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হল। উভয়ের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন কর ?

মন্তব্য - তোমার চাপল্য আর দ্বিগুন বারয়ে।

যুক্তি - বয়স বাড়িলে লোক কোথা স্থির হয়ে।

সংকেত :-

ক) মন্তব্য ও যুক্তি দুই শুদ্ধ।

খ) মন্তব্য শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ।

গ) মন্তব্য ও যুক্তি দুই অশুদ্ধ।

ঘ) মন্তব্য অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ।

SET -2017

১৩। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যের খন্ড ও অধ্যায়ের সংখ্যা -

ক) ৪টি খন্ড, ৬২টি অধ্যায়।

খ) ৩টি খন্ড, ৬২টি অধ্যায়।

গ) ৪টি খন্ড, ৬১টি অধ্যায়।

ঘ) ৩টি খন্ড, ৬১টি অধ্যায়।

NET - JUNE - 2019

১৪। "গনরাজ খাঁ কইল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়। তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময় নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাননাথ।" - মহাপ্রভুর এই কথাটি আছে চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার যে পরিচ্ছেদে -

ক) দশম পরিচ্ছদে।

খ) দ্বাদশ পরিচ্ছদে।

গ) চর্তুদশ পরিচ্ছেদ।

ঘ) পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

teachinns Text with Technology

NET - NOV – 2017

১৫। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে যে ক্রম অনুসারে কৃষ্ণকৃত কর্মগুলি আছে, সংকেত থেকে তার সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো -

a) ধান্যের বিনিময়ে কৃষ্ণের ফল ক্রয় এবং ধান্যগুলির রত্নে পরিনত হওয়া।

b) কৃষ্ণ কর্তৃক বকাসুর বধ।

c) কৃষ্ণের পদাঘাটে শকট ভঙ্গ।
d) কৃষ্ণ কর্তৃক দাবানল পান।
সংকেত :-
ক) a⟶b⟶c⟶d
খ) b⟶a⟶d⟶c
গ) c⟶a⟶b⟶d
ঘ) d⟶a⟶b⟶a

NET - JUNE - 2019

১৬। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সাপেক্ষ যুক্তি দেওয়া হয়েছে। সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো।
মন্তব্য - অবন্তিপুরতে দ্বিজ নাম উত্তাপন, সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ জেনে ব্যাস তপোধন।
যুক্তি - চৌষট্টি বিদ্যা পড়িল তেষট্টি দিবসে।
সংকেত :-
ক) মন্তব্য শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ।
খ) মন্তব্য অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ।
গ) মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই অশুদ্ধ।
ঘ) মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ই শুদ্ধ।

NET - JUNE – 2019

১৭। দৌলত কাজিয় 'লোরচন্দ্রানী' কাব্য থেকে কয়েকটি চরিত্রনাম ও তাদের উক্তি প্রদত্ত হল। উভয় তালিকায় সঙ্গে সামাঞ্জস্যবিধরন করে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর।

প্রথম তালিকা	দ্বিতীয় তালিকা
a) লোর	i) যুবক পুরুএ জাতি নিষ্টুর দুরন্ত।
b) ময়না	ii) নারী চোর বনেত রহিতে নাহি ঠাঁই।
c) বামন	iii) নিমেষে চিনিনুঁ তোর মর্মে কাম ব্যথা।
d) চন্দ্রানীর ধাত্রী	iv) ইষ্টমিত্রহীব মুই নির্জন কাননে।

NET - JUNE - 2019

১৮। "মরিলে শোচন মোর নাহি কদাচিৎ" - আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে কথাটি বলেছেন -
ক) রত্নসেন
খ) বাদল
গ) গোরা
ঘ) পদ্মাবতী

teachinns
Text with Technology

Answers

1.	খ
2.	ক
3.	গ
4.	ক
5.	খ
6.	ক
7.	গ
8.	খ
9.	খ
10.	গ

11.	ক
12.	ক
13.	খ
14.	খ
15.	গ
16.	গ
17.	ক
18.	গ

teachinns
Text with Technology